ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম

উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও রেজিলিয়েন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

মেয়াদ: ২ দিন

পরিকল্পনা ও প্রকাশনা

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষযক মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি সহায়তা

বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার-বিডিপিসি

আর্থিক সহায়তা

ইউএন উইমেন

প্রাক-কথন

পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানের ভিন্নতা রয়েছে। অবস্থা ও অবস্থানের ভিন্নতার কারণে, প্রতিকুল পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবেলায় নারী ও পুরুষের দক্ষতা ও সুযোগের অনেক বেশী তারতম্য রয়েছে বিধায় কোন অসহনীয় দুর্যোগে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষতি ও দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তোরণে অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক নিয়মনীতি ও চলমান পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নারী প্রতিদিনের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অধস্তন অবস্থানে থেকে পরিচালনা করছে বিধায় দুর্যোগে নারী অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় সিদ্ধান্ত বা নেতৃত্ব বিকাশে সক্ষমতা অর্জন করছে না এবং পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে।

অথচ এই এই নারী দুর্যোগ ঝাঁকিহ্রাসে পূর্বে, দুর্যোগকালীন ও পরবর্তীতে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় বিশাল অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু পরিবার ও সমাজে নারীর কাজের স্বিকৃতি মেলেনা। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ নেই। অনেক অগ্রগতি হলেও প্রকৃত পক্ষে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে নারীর সুরক্ষা, মর্যাদা জেন্ডার-সমতা ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ সহ বিভন্ন ক্ষেত্রে নীর অংশগ্রহণ থাকলেও সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামত উপেক্ষিত হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ সরকার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বদ্ধপরিকর। সরকার গৃহিত নানা পদক্ষেপের ফলে বিগত এক দশকে নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়েছে বাংলাদেশ। এটি বিশ্বব্যাপী প্রসংশিত হয়েছে। 'এসডিজির'[লক্ষ্য অর্জনে গ্রহণ করেছে নানা পদক্ষেপ। নারীর ক্ষমতায়নে জন্য প্রণিত পলিসি ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই অবস্থার একটি গুনগত পরিবর্তন সূচনার জন্য বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ এর ইউএন উইমেন, ইউএনডিপি এবং ইউএনওপিএস যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়ন করছে "ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম(এনআরপি)। এই কর্মসূচি/প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে- নারী -পুরুষ বালক- বালিকাদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, তাদের টেকসই জীবন মান ও সক্ষমতা উন্নয়নে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করা।

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন এ্যফেয়ার্স এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ডিপার্টমেন্ট অব উইমেনকে টেকনিকাল সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়াডসে সেন্টার- বিডিপিসি।

ন্যাশনাল রেজিরিয়েন্স প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে্য ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন এ্যফেয়ার্স এর নেতৃত্বে। বিডিপিসি ডিএমসি, সিপিপি ও এফপিপি সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সম্প্রতি এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।**বিডিপিসি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে** জেলা , উপজেলা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রস্তুতি ভলেন্টিয়ারদের জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন, যাতে তারা জেন্ডার রেসপন্সিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রশিক্ষণকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ মডিউল এর গুরুত্ব অপরিসিম। এই মডিউলটি উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণের প্রণীত হয়েছে। এই মডিউল ইউজেডডিএমসি সদস্যদের জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ককে সাহায্য করবে এবং আশা করি এই মডিউলে সন্নিবেশিত বিষয়গুলো জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিষয় বিন্যাস

অধিবেশন : **প্রশিক্ষণ সূচনা** ০১-০৫

- কোর্সের উদ্দেশ্য
- কোর্সের বিষয়বস্তু
- কোর্সের অংশগ্রহণকারী
- অধ্যয়ন ও শিখন পদ্ধতি

অধিবেশন- ১ : জেন্ডার ধারণা ও পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান ০৬-১৫

১.১. জেন্ডার আবিধানিক ও বিশ্লেষণী সংজ্ঞা
১.২. নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বনাম জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
১.৩. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও নারী-পুরুষের ভুমিকা
১.৪. নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া
১.৫. বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থা ও অবস্থান

অধিবেশন- ২: জেন্ডার বিবেচনায় নারী-পুরুষ বিবেচনায় দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ওসক্ষমতা ১৬-২২

২.১. দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা
২.২. দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ
২.৩.দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং এর কারণ চিহ্নিতকরণ
২.৪. দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতার গল্প
২.৫. দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় নারীর সক্ষমতা, অবদান ও বাধা সমূহ
২.৬.দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় উন্নয়নের ক্ষেত্র সমুহ

অধিবেশন- ৩ : জেন্ডার প্রেক্ষিতে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সের ধারণা ২৩-২৮

৩.১ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স ধারণা
৩.২ রেজিলিয়েন্স ধারণায় সমৃদ্ধ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বাঁধা সমূহ

অধিবেশন- ৪ : বাঁধাসমূহ উত্তরণে সহায়ক নীতিকাঠামো ২৯-৩৬

৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা
৪.২ সরকারী স্থায়ী আদেশাবলী
৪.৩ নারী নীতিমালা

অধিবেশন- ৫ : জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থপনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ৩৭-৪০

৫.১ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সের বাস্তবায়নে দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ

অধিবেশন- ৬ : জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়ন ৪১-৪৩

৬.১ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স নিশ্চিতকরণে/ বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটির করণীয়

অধিবেশন- ৭ : কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন **৪৪-৪৮**

৭.১ কমিটি ও ব্যক্তি পর্যায়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনারেজিলিয়েন্স বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন, যাতে অংশগ্রহণকারীগণ জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নেকার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার ও সমাজে নারী- পুরুষের ভূমিকা ও অবদান এবং নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবেন;
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন এবং নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় নীতিমালা প্রস্তাবিত করণীয় সম্যক ধারণা লাভ করবেন;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সও নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- উপজেলা পর্যায়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কমিটির সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং একটি বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

মডিউল ও অধিবেশন পরিচালনা সম্পর্কিত তথ্য

মডিউল ব্যবহারকারী
দক্ষ/টিওটি প্রাপ্ত প্রশিক্ষক।

কোর্সের অংশগ্রহণকারী
প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপজেলা দুর্যোগ কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি

কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সামগ্রী, আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ম্যান্যুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রচিত এবং এর প্রতিটি মডিউল ও অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে সৃজনশীল চিন্তা করা, দলবদ্ধ আলোচনা, মতামত বিনিময় এবং একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের সামর্থ, অভিজ্ঞতা, সময়, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা কওে অধিবেশনসমূহ পরিচালনার জন্য খেলা, প্রদর্শন, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, কেস স্টাডি, দলীয় আলোচনা, গ্যালারি ভিজিট, অভিজ্ঞতা বিনিময় এর মত কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। কার্যকর প্রশিক্ষণ পরিচালনার সার্থে সহায়ক সময় পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন।

উপকরণ
আলোচ্য বিষয়ের হ্যান্ডনোট, ছবি, কেস, পোস্টার, মাসকিন টেপ, বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপ শীট।

মূল্যায়ন পদ্ধতি
- মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর
- পর্যবেক্ষণ

- ফলাফল বিশ্লেষণ
- মুড মিটার

সহায়কের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

অধিবেশনের পূর্বে

- অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।
- উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে অধিবেশন শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই অধিবেশন কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশ, অর্ধ বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও নারী পুরুষের জন্য পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী অধিবেশনে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন: ফাইল/সাদা কাগজ/নামের কার্ড/কলম/পোস্টার কাগজ/মার্কার/বোর্ড/স্টেপলার/পাঞ্চিং মেশিন/ডাস্টার/স্কচ টেপ/মাস্কিং টেপ/ক্লিপ/পিন ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিতির স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরি করা।
- অংশগ্রহণকারীদের নামের কার্ড প্রস্তুত করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা তারা অধিবেশনে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা।
- সহায়ক নির্বাচন– অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পূর্ব প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য অধিবেশন সহায়িকা সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত সব তথ্যাদি ভালভাবে পড়ে দেখা এবং অধিবেশনের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী উপকরণ প্রণয়ন করা।

অধিবেশন চলার সময়

- অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর অন্তত ১৫ মিনিট আগে সহায়কের কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথা সময়ে অংশগ্রহণকারীদের কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশন শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড/পোস্টার পেপার/মার্কার/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর/সহায়ক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।
- অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা এবং তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা ও তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

- অধিবেশন পরিচালনার সময় সহায়ক তথ্য পড়া থেকে বিরত থাকা (এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে)।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস/সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।
- বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পুনঃআলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কিছু প্রশ্ন করে শিখন যাচাই করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক সহায়ক তথ্য বিতরণ করা।

অধিবেশনের পরে

- প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অধিবেশনের তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- অধিবেশন প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো।
- নিয়মিত ব্যবধানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যক্রম ফলো-আপ করা।
- ব্যক্তি ও সংস্থা উভয় দিক থেকেই মতামত নেয়া।

ম্যানুয়াল ব্যবহার বিধি

সহায়কের জন্য

- প্রথমেই পুরো ম্যানুয়ালটি ভালভাবে পড়ুন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়/উদ্দেশ্য/পদ্ধতি ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা আত্মস্থ করে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন প্রয়োজনে বিষয় বস্তুর উপর নোট নিন এবং কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে ও প্রাণবন্ত হবে, সেইভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করুন।

প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রীর তালিকা

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

অংশগ্রহণকারীদের জন্য

১. রাইটিং পেড (অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী)
২. কলম (অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী)
৩. নেম কার্ড (অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী)
৪. কোর্স সিডিউল
৫. হ্যান্ড নোট
৬. A4 সাইজের খাম - ৫টি

প্রশিক্ষকের জন্য

১. হোয়াইট বোর্ড মার্কার - ২টি
২. কাঁচি - ১টি
৩. ল্যাপটপ
৪. স্ক্রিন
৫. এন্ট্রিকাটার - ১টি
৬. পয়েন্টার স্ট্রিক ১টি
৭. ব্রাউন পেপার - ১ ডজন (হলুদ, কমলা, সবুজ, আকাশী)
৮. প্রিন্টার
৯. হাইলাইটার - ৪টি

প্রশিক্ষণ কক্ষ বা প্রশিক্ষণের জন্য

১. মার্কার (পারমানেন্ট) ২ ডজন
২. মাসকিন টেপ - ১টি
৩. ভিপ কার্ড - ২০০টি (গোলাকৃতি১০টি,ডিম্বাকৃতি হলুদ, আকাশী, সাদা ও গোলাপীসহ ১৯০টি)
৪. ভিপ বোর্ড - ১টি
৫. হোয়াইট বোর্ড - ১টি
৬. স্টেপলার - ১টি
৭. পাঞ্চিং মেশিন - ১টি
৮. ফ্লিপ সীট - ২টি (একেকটি ৫০ সীটের)
৯. গ্লু - ১টি
১০. ক্লিপ বোর্ড - ১টি
১১. মাল্টিমিডিয়া
১২. ব্যানার
১৩. বোর্ড, ডাস্টার - ৪টি
১৪. মাল্টিপ্ল্যাগ
১৫. পিন রিমুভার
১৬. থ্রেট বল - ১টি

প্রশিক্ষণ সিডিউল

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ
অংশগ্রহণকারী : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য

সময়কাল : ২ দিন

প্রথম দিবস

সময়	অধিবেশন শিরোনাম	বিষয়বস্তু
সকাল ০৯.০০	**প্রাক-প্রশিক্ষন কার্যক্রম**	নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, জড়তা মোচন ও পরিচিতি প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা এবংপ্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী।
সকাল ১০.০০	**জেন্ডার ধারণা ও পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান**	▪ জেন্ডার আবিধানিক ও বিশ্লেষণী সংজ্ঞা ▪ নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বনাম জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ▪ সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও নারী-পুরুষের ভুমিকা ▪ নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া ▪ বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থা ও অবস্থান
সকাল ১১.০০	**চা বিরতি**	
সকাল ১১:৩০	**চলমান**	**চলমান**
দুপুর ১২:৩০	**জেন্ডার বিবেচনায় নারী পুরুষের দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা**	▪ দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা ▪ দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ ▪ দুর্যোগে নারীর বিপদাপন্নতা এবং এর কারণ চিহ্নিতকরণ ▪ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতার গল্প ▪ দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় নারীর সক্ষমতা, অবদান ও বাধা সমূহ ▪ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় উন্নয়নের ক্ষেত্র সমুহ
০১:০০	**ম্যধাহ্ন বিরতি**	
০২:০০	**চলমান**	চলমান
০৩:৩০	**চা বিরতি**	
০৩:৪৫	**জেন্ডার প্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সের ধারণা**	▪ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ধারণা ▪ রেজিলিয়েন্স ধারণায় সমৃদ্ধ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বাধাসমূহ
০৫:০০	**দিনের আলেচ্য সূচি পর্যালোচনা**	**দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা**
দ্বিতীয় দিন		
০৯:০০	**পূর্ববর্তী দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা**	**পূর্বদিনের শিখনসমূহ পূণস্মরণ**
০৯:৩০	**বাঁধাসমূহ উত্তরণের সহায়ক নীতিকাঠামো;**	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, সরকারী স্থাযী আদেশাবলী, নারী নীতিমালা**
১১:০০	**চা বিরতি**	
১১:৩০	**জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা**	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নে (দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী) প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ
০১:০০	**মধ্যাহ্ন বিরতি**	
০২:০০	**জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়ন**	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স নিশ্চিতকরণে উপজেলা কমিটির করণীয়
বিকাল ৩:০০	**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা, কোর্স মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষনের সমাপ্তি।**	

অধিবেশন শিরোনাম : প্রশিক্ষণ সূচনা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে ও বলতে পারবেন-

- পরস্পর পরিচিত হতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন;
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা নিরূপিত হবে;
- প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী তৈরি হবে;
- প্রশিক্ষণ কোর্সের সূচনা ঘটবে।

পদ্ধতি : পোস্ট বক্স, আলোচনা, ছোট দলীয় কাজ ও উপস্থাপন, পাওয়ারপয়েন্ট/ স্লাইড প্রদর্শন

উপকরণ : চার রঙের (গোলাপী, হলুদ, সবুজ ও সাদা) ভিপ কার্ডের টুকরো, ৪টি বক্স, অথবা বড় খাম, উদ্দেশ্য লিখিত পোস্টারপেপার ও মার্কার

সময় : **১ ঘন্টা**

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
উদ্বোধন, পরিচিতি, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ সূচি	আলোচনা, পোস্ট বক্স ও প্রদর্শন	চার রঙের (গোলাপী, হলুদ, সবুজ ও সাদা) ভিপ কার্ডের টুকরো, উদ্দেশ্য লিখিত স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার	৪০ মিনিট
প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই	উত্তর পত্র লিখন	উত্তর লেখার স্থানসহ প্রশ্নপত্র	১৫ মিনিট
শিখন যাচাই	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপ সিট ও মার্কার	০৫ মিনিট

ধাপ- ০১ : উদ্বোধন, পরিচিতি, প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ সূচি সময় : ৪০ মিনিট

- অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন;
- পূর্বে প্রস্তুতকৃত লিখিত চারটি লেটার বক্স (যা শূন্য টিস্যু বক্স দিয়ে হতে পারে) অথবা ৪টি মাঝারি আকৃতির খাম, যার প্রথম বক্সে/খামে লেখা থাকবে 'প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা', দ্বিতীয়টিতে 'প্রশিক্ষণে কি দিতে চাই', তৃতীয়টিতে 'প্রশিক্ষণের শিক্ষা কিভাবে কাজে লাগাবো' এবং চতুর্থ বক্সে/খামে 'প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী'। এবার বক্সগুলো অথবা খামগুলো প্রশিক্ষণ কক্ষের চারটি সুবিধাজনক স্থানে প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বেই ঝুলিয়ে রাখুন;
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে চার রঙের (গোলাপী, হলুদ, সবুজ ও সাদা) চারটি ভিপ কার্ডের টুকরো সরবরাহ করুন;
- এরপর দেয়ালে স্থাপিত ৪টি বক্স/প্যাকেট দেখিয়ে কোন বক্সে কী জানতে চাওয়া হয়েছে তা বলুন
- বক্স/প্যাকেটগুলোর চাহিদা অনুয়ায়ী সরবরাহকৃত কার্ডে (কার্ডের রঙের সাথে মিলিয়ে) বিষয় লিখে যে বক্সের জন্য যেটা প্রযোজ্য সেখানে পোষ্ট করতে বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদের লেখার সময় নির্ধারণ করে দিন;
- লেখা শেষে অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করুন এবং চারটি দলকে চারটি বক্স নিয়ে কাজ করার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করুন-
  - প্রতিটি দল একটি বক্স নিয়ে তার ভেতর থেকে লিখিত কার্ডগুলো বের করে দ্রুত পড়বেন এবং এর সারসংক্ষেপ পোষ্টার পেপারে লিখে অথবা ছবি এঁকে উপস্থাপন করবেন;

- উপস্থাপনের জন্য দলের সদস্যরা সকলেই সামনে আসবেন এবং প্রথমে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করবেন;
- এরপর দলীয় কাজ উপস্থাপন করবেন এবং উপস্থাপনের ব্যপারে দলসমূহের সৃজনশীলতা প্রদর্শনের স্বাধীনতা থাকবে;
- দলীয় উপস্থাপন শেষে প্রতিটি দল বিনোদনমূলক কিছু করবেন;
- দলীয় কাজের উপকরণ, স্থান ও সময় নির্ধারণ করে দিন।

- দলীয় কাজ শেষে প্রতিটি দলকে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে বলুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে সহায়ক নিজে তার পরিচয় প্রদান করবেন;
- পরিচয় প্রদান শেষে প্রশিক্ষণ কোর্সে কোন অতিথি থাকলে তাকে বক্তব্য প্রদান এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষনার অনুরোধ জানান;
- প্রশিক্ষণের উদ্বোধন শেষে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপন করে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার সাথে মিলিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ সূচি ব্যাখ্যা করুন;

ধাপ- ০২ : প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই সময় : ১৫ মিনিট

- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে প্রশিকক্ষণ পূর্ব ধারণা লিখিত প্রশ্ন পত্র প্রদান করুন এবং লেখার জন্য সময় সময় নির্ধারণ করে দিন;
- নির্ধারিত সময় শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ করুন।

ধাপ- ৩ : শিখন যাচাই সময় : ০৫ মিনিট

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টটা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য

সূচনা পর্ব

প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনারেজিলিয়েন্স বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন যাতে অংশগ্রহণকারীগণ জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নেকার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার ও সমাজে নারী- পুরুষের ভূমিকা ও অবদান এবং নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবেন;
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন এবং নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় নীতিমালা প্রস্তাবিত করণীয় সম্যক ধারণা লাভ করবেন;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সও নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- উপজেলা পর্যায়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কমিটির সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং একটি বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী

- অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
- সমতাভিত্তিক আসন ব্যবস্থা
- আলোচনা ও দলীয় কাজে মতামত প্রকাশ করা;
- নীরব অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় করা;
- সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবাই শিখব এমন মনোভাব তৈরি করা;
- একে একে কথা বলা;
- অন্যকে বলার সুযোগ করে দেয়া;
- বন্ধুত্বপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা;
- না বুঝলে প্রশ্ন করা;
- প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা;
- সময়মত উপস্থিত হওয়া;
- মোবাইল ফোন নিরব রাখা;
- সব অংশগ্রহণকারীকে সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করা।

প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই

প্রশ্নপত্র

পূর্নমাণ - ১০০

১. জেন্ডার বলতে কী বোঝায়?

২. জেন্ডার সংবেদনশীলতা কী?

৩. সমাজে নারীর বর্তমান অবস্থান ব্যাখ্যা করুন?

৪. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে শেখায় ব্যাখ্যা করুন?

৫. জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

৬. রেজিলিয়েন্স এর ধারণা দিন।

৭. এসওডিতে জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে যে ধরনের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে তার ৩টি উদ্যোগের কথা লিখুন?

৮. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩টি দায়িত্ব বলুন?

৯. জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ২টি প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করুন?

১০. জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটির ২টি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করুন?

অধিবেশন- ০১
জেন্ডার ধারণা ও পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে ও বলতে পারবেন-

- জেন্ডার আবিধানিক ও বিশ্লেষণী সংজ্ঞা
- নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বনাম জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও নারী ও পুরুষের ভুমিকা
- নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থা ও অবস্থান

সময় : ২ ঘন্টা

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
জেন্ডার আবিধানিক ও বিশ্লেষণী সংজ্ঞা	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	জেন্ডার আবিধানিক ও বিশ্লেষণী সংজ্ঞা লিখিত স্লাইড, বোর্ড, মার্কার	৩০ মিনিট
নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বনাম জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	মুক্ত আলোচনা, কাঠামোগত আলোচনা	নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বনাম জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শিট, মার্কার	২০ মিনিট
সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও নারী ও পুরুষের ভুমিকা	প্রদর্শন ও আলোচনা	সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও নারী পুরুষের ভুমিকা বিষয়ক পোস্টার, পোস্টার পেপার ও মার্কার	২০ মিনিট
নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া	ঘটনা বিশ্লেষণ	নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিষয়ক ঘটনা	২৫ মিনিট
বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থা ও অবস্থান	মুক্ত আলেচনা	বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থা ও অবস্থান লিখিত স্লাইড, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	২০ মিনিট
শিখন যাচাই	প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা	ফ্লিপসীট ও মার্কার	০৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালন প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১ : জেন্ডার আবিধানিক ও বিশ্লেষণী সংজ্ঞা সময় : ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- জেন্ডার ও সেক্স কাকে বলে প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহ করুন;
- এরপর স্লাইড প্রদর্শন করে সহায়ক তথ্যের আলোকে সম্ভব হলে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়েজেন্ডার এর আবিধানিক ও বিশ্লেষণমূলক ধারণাটি প্রদান করুন;
- উন্নয়নে জেন্ডার এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন;
- আপনার বক্তব্য যাতে অংশগ্রহণকারীগণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে সেটি বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ- ২: নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বনাম জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সময় : ২০ মিনিট

- নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায় প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহ করুন;
- এরপর নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বনাম জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্বচ্ছ করুন;
- ধারণাটি স্বচ্ছ করতে প্রয়োজনে উদাহরণ দিন।

ধাপ- ৩ : সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও নারী ও পুরুষের ভুমিকা সময় : ২০ মিনিট

- পরিবার, সমাজ ও উন্নয়নে নারী ও পুরুষ কি ধরনের ভূমিকা পালন করেন তা সকল অংশগ্রহণকারীদের একটু চোখ বুঁজে ভাবতে বলুন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে পরিবার, সমাজ ও উন্নয়নে নারী ও পুরুষ কি ধরনের ভূমিকা পালন করেন পোস্টার পেপারে তার একটি চার্ট তৈরি করুন ;
- এরপর চার্টে উল্লেখিত কাজগুলোর সুত্র ধরে বলুন, এসব কাজগুলোর মধ্যে কোন কোন কাজ নারী পুরুষ উভয়েইকরতে পারেন বা বর্তমানে করছেন?
- অংশগ্রহণকারীর মতামত সাপেক্ষে নারী পুরুষ উভয়েই করতে সক্ষম এমন কাজগুলোকে একটি পৃথক রঙের কালি দিয়ে চিহ্নিত করুন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন যদি নারী পুরুষ উভয়েই এই কাজগুলো করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে এই বৈষম্য কেন, এই বৈষম্য কিভাবে তৈরি হলো, কারা সৃষ্টি করলো?
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন এবং সম্ভব হলে তাদের মতামতের সাথে মিলিয়ে বলুন,আমরা আমাদের সমাজে নারীকে এক রকম কাজ বা ভূমিকা পালন করতে দেখি, আবার পুরুষদেরকে আর এক ধরনের ভূমিকা পালন করেত দেখি অর্থাৎ নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকি এটা গড়ে একটি সমাজ ব্যবস্থা থেকেই;
- এরপর সহায়ক তথ্যের আলোকে কিভাবে সামাজিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু কাল থেকেই পরিবার, সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা নির্ধারিত হয় এবং যা পরিবর্তন যোগ্য তা ব্যাখ্যা করুন;

ধাপ- ৪ : নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া সময় : ২৫ মিনিট

- আমরা পরিবার ও সমাজে সাধারণত নারীর প্রতি কী ধরনের সহিংসতা লক্ষ্য করে থাকি / প্রশ্নটি করে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন এবং অংশগ্রহণকারদির মতামত বোর্ডে লিখুন;
- আলোচনা করে নারীর প্রতি সহিংসতাগুলো চিহ্নিত করুন।

অথবা

- সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত ঘটনাটি উপস্থাপন করুন এবং উপস্থাপিত ঘটনার আলোকে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

ধাপ- ৫ : বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সময় : ২০ মিনিট

- আলোচনা করে অবস্থা ও অবস্থানের ধারণাটি স্বচ্ছ করুন;
- এরপর সকলকে ২/১ মিনিট পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে ভাবতে বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদেরকে একটি টেবিলের পক্ষ থেকে অথবা নির্ধারিত ১জনকে পরিবারে ২য় টেবিলের পক্ষে বা নির্ধারিত ২য় জনকে সামাজে ও ৩য় টেবিলের পক্ষে বা নির্ধারিত ৩য় জনকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অবস্থা ও অবস্থান ব্যাখ্যা করতে বলুন;
- নির্ধারিত বক্তার বক্তব্য শেষে এ বিষয়ে কারো কোন মতামত, সংযোজন, বিয়োজন থাকলে তা প্রদানের সুযোগ দিন;
- আলেচনার মাধ্যমে নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান স্পষ্ট করুন।

ধাপ- ৩ : শিখন যাচাই সময় : ০৫ মিনিট

- আলোচ্য বিষয় থেকে প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ করতে গিয়ে নারীরা সকল ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করুন:
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য

অধিবেশন-১
জেন্ডার ধারণা ও পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান

১.১ জেন্ডার আবিধানিক ও বিশ্লেষণী ধারণা

জেন্ডার শব্দটি নিয়ে কাজ শুরু করেন সত্তর দশকের একজন সমাজ বিজ্ঞানী এন ওকলে। জেন্ডার বলতে আমরা ছোট বেলা শিখেছি লিঙ্গ, যার ব্যাখা ছিলো জেন্ডার তিন প্রকার যথা পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লিব লিঙ্গ। কিন্তু এন ওকলে এই ধারণার বাহিরে গিয়ে আলোচনা করেছেন। যখন আমরা স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লিব লিঙ্গ বলি তখন একজন মানুষের শারিরীক ও যৌন পরিচয় সামনে চলে আসে। অন্যদিকে জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে- নারী ও পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত এবং এটি নারী-পুরুষের এই জৈবিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিকে সামনে নিয়ে। একজন নারী কিংবা পুরুষের জৈবিক কাজ গুলি হচ্ছে প্রাকৃতিক যেমন, সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া, দুগ্ধদান এবং বৈশিষ্ট গুলি সাধারণ চোখে যা দেখতে পাই তা হচ্ছে পুরুষের মুখে দাড়ি গজায় অথচ নারীর তা হয় না। নারীর শরিরে সন্তান জন্মদান থলি থাকে, পুরুষের থাকে না। তাই জেন্ডার পরিভাষাটি এখন আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকি কারন জেন্ডার শব্দটির সরাসরি কোন বাংলা অর্থ নেই যা এন ওকলে বোঝাতে চেয়েছেন। সেই কারনে বলা হয়, *জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক সংজ্ঞা। সেক্স হচ্ছে মানুষের শারিরীক বৈশিষ্টকে বোঝায় যা জৈবিক ও পরিবর্তশীল নয়। অথচ জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক বৈশিষ্ট যা সামাজিক, পারিবারিক, স্থান কাল ভেদে পরিবর্তনশীল।*

সন্তান জন্মদানে নারী-পুরুষের ভুমিকা রয়েছে, সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর দুগ্ধদান নারীর প্রকৃতিগত ভুমিকা রয়েছে কিন্তু সন্তান লালন-পালন যেমন সন্তানের পরিচর্যা কিন্তু নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা নেই। সমাজ এই কাজটি নারীর উপর আরোপিত করেছে। এছাড়াও পরিবারে রান্না করা, বয়স্ক সদস্যদের সেবা করা, কাপড় ধোয়া, পরিস্কার পরিছন্নতার কাজ গুলি কিন্তু নারী-পুরুষের কোন প্রাকৃতিক দায়িত্ব না, এগুলি যে কেউ করতে পারে কিন্তু সমাজে এই কাজগুলি নারীর জন্য নির্ধারিত। মেয়েরা চুল বড় করবে, ছেলেদের চুল ছোট হবে, অথচ দুজনে চাইলে চুল ছোট বড় রাখতে পারে এবং সমাজে এখন এর অনেক উদহারণ পাওয়া যা। মেয়েরা ঘরে থাকবে কিন্তু ছেলেরা বাহিরে যাবে এগুলি কিন্তু প্রাকৃতিক কোন ভুমিকা না কিন্তু সমাজ তা নির্ধারন করে দিয়েছে। সেই কারণে আমরা নারী বা পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে জন্ম নিয়ে সামাজিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক নারী ও সামাজিক পুরুষ হিসেবে বড় হতে থাকি এবং আচার আচরণ গুলিও সেই ভাবে করতে থাকি। নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক ভুমিকা কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য না অথচ সমাজ প্রদত্ত ভুমিকা ও আচরণ গুলি কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য। এই পরিবর্তন গুলি শ্রেনী, অর্থনৈতিক অবস্থা, বয়স, বর্ন, স্থান, কাল এবং সংস্কৃতির সাথে সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে পুরুষদের জন্য যে ধরণের ড্রেস প্রচলিত রয়েছে যেমন প্যান্ট, শার্ট ইত্যাদি অথচ পৃথিবীর অনেক দেশে নারীরা প্যান্ট, শার্ট পরিধান করছে নিয়মিতভাবে। পুরুষ চাকুরি করে, ঘরের বাহিরে গিয়ে কাজ করে, আয় করে কারণ তার বাহিরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে, বাহিরে যাওয়ার সামাজিক অনুমোতি রয়েছে, বাহিরে গিয়ে সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। সকল নারী তাহলে কেন বাহিরে গিয়ে কাজ করছে না? প্রাকৃতিক কারণ গুলি কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরীর করলেও মুল কারণ গুলির অন্যতম হচ্ছে সামাজিক ভাবে নারীর জন্য নির্ধারণকৃত ভুমিকা যা পালনের জন্য লেখাপড়া করার চেয়ে রান্না করার দক্ষতা প্রয়োজন, সেবা করার দক্ষতা প্রয়োজন যেটা পরিবার থেকেই পাওয়া যায়। তাই একসময়ে মেয়েদের লেখাপড়ার উপর জোর দেয়া হতো না। এখন দেয়া হলেও প্রাথমিক ধারণার বদল হয় নাই, মনে করা হয় শিক্ষিত মেয়ে হলে সন্তানকে লেখাপড়া করাতে পারবে। যেহেতু নারীকে সামাজিক ভাবে পরিবারের আভ্যন্তরে আমরা দেখতে অভ্যস্থ, তাই নারীর ভূমিকাকে আমরা সব সময় গৃহে মধ্যে দেখতে বেশী পছন্দ করি। এর ফলে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকছে অন্যর উপর। এভাবেই সমাজে নারীর জন্য অধঃস্তন ভুমিকা নির্ধারণ হয়ে যায়। পাশাপাশি পরিবারের কাজ গুলি যেহেতু উপৎপাদনমুলক নয় কিংবা আর্থিকভাবে মুল্যায়িত না সেই কারণে নারীর পারিবারিক কাজ গুলিকে কাজ হিসেবে গন্য করা হয় না। অথচ নারী কৃষির প্রায় ৬৫ ভাগ কাজ বাড়ির মধ্যে থেকে সম্পাদন করছে অথচ সেগুলিকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে উৎপাদনমুলক কাজ হিসেবে গন্য করা হচ্ছে না।

বর্তমান উন্নয়ন-আদর্শ ও কার্যক্রমের উপর জেন্ডার কোন প্রকার আরোপিত বিষয় নয় কিংবা দুর্যোগ বিশ্লেষণ ও ত্রান তৎপরতায় কোন চাপানো বিষয় নয়। এটিকে এই কারণে আলাদা কোন ইস্যু হিসেবে পরিকল্পনা ও কর্মসুচীতে চিহ্নিত করা যাবে না। এটি

একটি প্রেক্ষিত, একটি সমস্যা বিশ্লেষনের পথ, মানুষ ও সমাজের বিচার ও ন্যায্যতা নিয়ে আমাদের উপলব্ধি মাত্র। এই উপলব্ধির মাধ্যমে জানা যায় সামাজিক ভাবে নারী কতটুকু এবং কিভাবে অন্যায্যতার শিকার, উন্নয়নের সুফল গুলি থেকে নারী ও কিশোরীরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ গুলি নারী-পুরুষের মধ্যে কিভাবে বন্টন হচ্ছে, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারী কিভাবে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, পরিবারে ও সম্পদে নারী কিভাবে বঞ্চনা ও বৈষম্যেও শিকার হচ্ছে। একটি পরিবারে ও সমাজে ক্ষমতার পার্থক্য ও ক্ষমতায় প্রয়োগে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণে শ্রেনী, গ্রোত্র, বর্ণ বা ধর্ম কিভাবে প্রভাবিত করে তা দেখতে হলে জেন্ডার বিশ্লেষন ও নিয়ামক গুলি অনেক বেশী কার্যকরী। আমরা সচারচর যা দেখি, একটি ত্রান শিবিরে কিংবা আশ্রয় কেন্দ্রে নারী ও শিশুরাই সাধারণভাবে সংখ্যাগড়িষ্ঠ হয়ে থাকে অথচ আশ্রয় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ, ত্রান বিতরনে তাদের চেয়ে পুরুদের অগ্রণী ভুমিকা লক্ষ্য করা যায়, ফলে নারীর চাহিদা ও প্রাপ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ হয় না। এখানে নারীর অগ্রণী ভুমিকা পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নারীর সমাজ নির্ধারিত ভুমিকা, যেমন, তাকে সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়, বয়স্কদের সেবা করতে হয়, খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হয়, কিশোরীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় ফলে তার পক্ষে বাহিরে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে পুরুষদের সেই ভাবে সহযোগিতা থাকে না কারণ পুরুষ বাহিরের কাজ গুলি করতে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

নারীর অবস্থা (বস্তুগত পরিস্থিতি যেমন খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি) ও পরিবারে এবং সমাজে তার অবস্থান (সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি) দ্বারা কিভাবে সিদ্ধান্ত ও সম্পদের উপর ক্ষমতা, মর্যাদা ও নিয়ন্ত্রণ নির্ধারন হয় সেগুলি নিয়ে জেন্ডারের আলোকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে। নারীর ও পুরুষের মৌলিক (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) ও কৌশলগত (শিক্ষা, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, মর্যাদা ইত্যাদি) চাহিদা গুলিও জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখার সুযোগ রয়েছে। এই কারণে মানবিক সমাজ, সহযোগিতাপূর্ন মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরী, উন্নয়নের ফলাফল বন্টনে ভারসাম্য ও নারী-পুরুষের ন্যায্যতা ভিত্তিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে জেন্ডর বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন।

জেন্ডার হলো-

জেন্ডার হলো নারী ও পুরুষের প্রতি আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয় সম্পর্ক। আর সেক্স হলো প্রাকৃতিক-শারীরিক, সর্বজনীন, পূর্ব-নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়।

সেক্স : জৈব লিঙ্গ	**জেন্ডার : সামাজিক লিঙ্গ**
প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট	সমাজ-সংস্কৃতি থেকে নির্মিত
শারীরিক / জৈবিক	সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক
সার্বজনীন	সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন
অপরিবর্তনীয়	পরিবর্তনীয়

জেন্ডার শ্রম বিভাজন ও জেন্ডার ভূমিকা

জেন্ডার শ্রম বিভাজন

প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ব্যবস্থার ফলে একজন নারী ও একজন পুরুষ যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব পালন করে বা সমাজ কর্তৃক তাদের ওপর অর্পিত হয় তাকে বলা হয় জেন্ডার শ্রম বিভাজন। এই বিভাজন অনুযায়ি সমাজের নানা ধরনের কাজকে নারীর কাজ ও পুরুষের কাজ এভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়।

জেন্ডার ভূমিকা

নারী ও পুরুষ সামাজিকভাবে নির্ধারিত কিছু কাজ ও দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করে তাকে জেন্ডার ভূমিকা বলা হয়।

জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরণের-

১. **পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকাঃ** সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, মাজা-ঘষা, ঘর-দোর পরিস্কার করা, পানি ও খড়ি সংগ্রহ, সেবা যত্ন করাসহ যাবতীয় গৃহস্থালী কাজকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালিত হয় তাকেই বলে পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকা। সারাবিশ্বে সাধারণত এই ভূমিকা নারীরাই বেশী পালন করে থাকে। যেহেতু এসব কাজের বিনিময় মূল্য নেই তাই তা স্বীকৃতিহীন। অথচ এসব কাজের বিনিময় মূল্য রয়েছে যদি তা বাইরে টাকার বিনিময়ে করা হয়।

২. **উৎপাদনমূলক ভূমিকাঃ** যে কাজের বিনিময় মুল্য আছে অর্থাৎ সব ধরণের আয়-উপার্জনমূলক কাজের দ্বারা যে ভূমিকা পালন করা হয় তাকে বলে উৎপাদনমূলক ভূমিকা। এই কাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল- এর সম্ভাব্য বিনিময় মূল্য রয়েছে। সাধারণত বেশীভাগ সমাজেই পুরুষরাই এই ভূমিকা পালন করে।

৩. **সামাজিক ভূমিকাঃ** যেসব কাজের কোন বিনিময় মূল্য নেই বা অর্থ ও পারিশ্রমিক ছাড়া সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তাকে সামাজিক ভূমিকা বলা হয়। এই ভূমিকা মূলত দুই ধরণের-

ক.সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা (মূলত: নারীরাই পালন করে) ও
খ. সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা (পুরুষরা পালন করে থাকে)।

১.২ : নারী বান্ধব দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বনাম জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮, ২৯, ৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রে সামনে সকল নাগরিক সমান অধিকার সংরক্ষণ করে তবে আমাদের পরিবার ও সমাজে বিষয়টি সেই ভাবে মূল্যায়িত হয় না। পরিবার ও সমাজে কন্যা শিশু, যুবা নারী কিংবা বয়স্ক নারীকে সমাজের দূর্বল অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই কারণে পরিবারে ও সমাজে নারী অধঃস্তন হিসেবে গণ্য হয়। পরিবার ও সমাজ যখন কোন দূর্বল অংশের জন্য কাজ করে তখন সেটি সেই দূর্বল অংশের জন্য উপকার কিংবা দান এবং যিনি উপকার করছেন তার কাজকে অনেক বড় কর্ম হিসেবে হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিষয়টি দাতা ও গ্রহিতা সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বিবেচিত হয় ফলে নারী সমাজের দূর্বল কিংবা অধঃস্তন অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সীমারেখা থেকে বেড় হওয়ার দক্ষতা ও মানসিক শক্তি অর্জনে সক্ষম হন না। যেমন কোন দূর্যোগের সময় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীকে বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে দূরে রাখা হয় কারন পুরুষ শাষিত সমাজ মনে করে দূর্যোগে নারী অনেক বেশী দূর্বল হয় পড়ে ফলে তার পক্ষে দায়িত্ব পালন সম্ভব নয় বিধায় তার জন্য সেবা ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারলেই নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা প্রদান করা হয়েছে মনে করা হয়।

আমাদের সমাজে, পরিবারে নারী পুরুষের সম্পর্ক ও মাত্রা নির্ভর করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বলয়ে চলমান সংস্কৃতি ও ক্ষমতার কেন্দ্রিকতার উপর। স্বাভাবিক জীবনে নারী ও পুরুষের মধ্যে কাজের বিন্যাস, অনুসরণকৃত ভুমিকা, দায়িত্বশীলতা, ঘরে ও বাহিরে চলাফেরা ও অবস্থানের অধিকার, শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ও অধিকার সম্পদ অর্জন ও ভোগের অধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকার দৃশ্যমান ভাবেই অসম এবং এক ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ এই অসম অবস্থাটিকে যুক্তিযুক্ত হিসেবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হকরেছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা ক্ষমতা কাঠামোকে অসম করেছে ফলে ক্ষমতার তারতম্য দৃশ্যমান এটিও সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে গ্রহনযোগ্য হয়েছে। যার কারনে বিভিন্ন দূর্যোগে দেখা যায় নারী বা নারী প্রধান পরিবার কিংবা পুরুষের অনুপস্থিতিতে নারী প্রধান পরিবারের ক্ষয় ক্ষতির পরিমান তুলনামুলকভাবে বেশী।

ক্ষমতার এই তারতম্য নিরসনে প্রয়োজন অধিকার ভিত্তিক সামাজিক কাঠামো, সামাজিক রীতিনীতি, বৈশিষ্ট ও মূল্যবোধ। এই কারনে নারীর অধিকার অর্জনে প্রয়োজন নারীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রনের মানসিক শক্তি পাশাপাশি প্রয়োজন নারী-পুরুষের মানসিক ও অনুশীলনগত পরিবর্তন। অতএব নারী-বান্ধব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা যাবে, নারীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমানো যাবে কিন্তু নারীর নির্ভরশীলতা, অধঃস্থন অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন করা যাবে না। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপনে যেমন নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক তেমনী দূর্যোগেও নারীর নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি অত্যাবশ্যক।

১.৩ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারী পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ

পরিবার, সমাজ ও উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারী- পুরুষের ভূমিকা/ অবদান

ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	
	নারী	পুরুষ
পরিবারেনারীর পুরুষের ভূমিকা	• সন্তান পালন • রান্না • কাপড় ধোয়া • ঘর, বাড়ী, আঙ্গিনা পরিচ্ছন্নতা • শাক সবজি, ফসল উৎপাদন • ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ • মৎসচাষ • গবাদী পশু পরিচর্যা, পালন • হাঁস- মুরগী, ছাগল পালন • জ্বালনি সংগ্রহ • হাতের কাজ • বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা • ফসল বীজ সংরক্ষণ • সঞ্চয় করা • জরুরি নথি পত্র সংগ্রহ • হাট বাজাওে নিজের পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা • পরিবারের বিপদ আপদ শক্তভাবে মোকাবেলা করা • পানি সংগ্রহ • পানি প্রযুক্তি ও টয়লেট সংরক্ষণ ও পরিষ্কার করা	• ফসল উৎপাদন • প্রক্রিয়াজাতকরণ • হাট বাজারে বিক্রি • পশু পালন • হাট বাজার করা • সিদ্ধান্ত গ্রহণ • খাদ্য সংগ্রহ
সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা	• বিবাহ বাড়ির কাজ • মৃত বাড়ি • প্রসূতি সেবা • সামাজিক অনুষ্ঠান • ধর্মীয় কাজে সহায়তা করা	• বিচার-সালিশে অংশ নেয়া • বিয়ে শাদিতে অংশ নেয়া • বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উদ্যোগে অংশ নেয়া • ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ • আনন্দ বিনোদনমূলক কাজে অংশ নেয় • হাট বাজারে যায় • স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে চলাচল করে • সিদ্ধান্ত নেয়, অর্থ খরচ করতে পারে • বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চাঁদা দেয়
উন্নয়নে নারী পুরুষের ভূমিকা	• কৃষি কাজে/ চাষের কাজে নারীরা সরাসরি অংশগ্রহণ • কলকারখানায় নারীদের অংশগ্রহণ • প্রযুক্তি ব্যবহারে অংশগ্রহণ • দেশ রক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ	• ফসল চাষ করে • মিল, কল কারখানায় চাকুরী করে • ব্যাবসা বানিজ্য করে • অফিস আদালতে চাকুরী করে • বিভিন্ন সেবা মূলক কাজে জড়িত • পরিবহন খাতে ভূমিকা রাখে

	• হাসপাতালে সেবা দেয় • অফিস আদালতে • গবেষণা মূলক কাজ করে • পোশাক শিল্পে ৯০ ভাগই নারী অবদান রাখছে • স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ • রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ • ব্যাবসা বানিজ্য • পরিবহন	• স্বাধীনভাবে বাজনৈতিক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে • পশু পাখি পালন করে • মতামত প্রদান করে • সিদ্ধান্ত দেয় • স্বাধীনভাবে বিনিযোগ করতে পারে • পরিবারের সকল উন্নয়ন কাজে প্রাধান্য বিস্তার করে • জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে
দুর্যোগ প্রস্তুতিতে নারীর ভূমিকা	• জ্বালানী ও শুকনো খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি, খই, গুড় এবং পানি সংরক্ষণের পাত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ • রান্নার জন্য উঁচু স্থান করা • বাড়ির চারপাশে বৃক্ষরোপন • আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভালোভাবে গুছিয়ে রাখা • গবাদি পশুর খাবার সংরক্ষণ • সঞ্চয় করা • চুলা তৈরি করে রাখা • জ্বালানি সংগ্রহ করে রাখা • হাঁস-মুরগী, পশুপাখির ঘর নির্মান/ উঁচু করা • বীজ ফসল সংরক্ষণ করা • প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাবার স্যালাইন হাতের কাছে রাখা • আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ • আশ্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নেয়া	• সতর্ক বার্তা শোনে • পরিবারে সকলকে সতর্ক করে • ঘরবাড়ী উচু করে • আশ্রয় কেন্দ্রে যায় • পরিবাওে নারীদের নির্দেশনা দেয় • সেবা গ্রহণ করতে যায়

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারী পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ

আমরা আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকি। এটি গড়ে ওঠে সমাজের ভেতর থেকেই এবং এর ফলেই আমাদের ভেতর নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো একটি পরিবার ও সমাজে নারী শিশু ও পুরুষ শিশু একটা বয়স পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে একই ধরনের পোশাক, খেলাধূলা ও আচরণ করে থাকে। এমনকি চলাফেরাতেও পার্থখ্য থাকে না। কিন্তু যেই বয়স বাড়তে থাকে পরিবার এবং সমাজ থেকেই বিধি নিষেধ জারি হতে থাকে। শিক্ষা দেয়া হয় এটা নারীর কাজ নয়, ওটা পুরুষের কাজ। এইটা নারীর, ওইটা পুরুষের কাজ। এভাবেই বা এ ধরনের নির্দেশনা ও শিক্ষা থেকেই শিশু অবস্থাতেই মনোজগতে নারী ও পুরুষের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। পোশাক পরিচ্ছদ, খেলাধূলা ও আচার আচরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। এভাবে পরিবার ও সমাজ থেকেই নারী -পুরুষের ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে যায়।

নারী-পুরুষের সামাজিকীকরণ ও সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা

সমাজে নারী ও পুরুষের মাঝে শ্রম বিভাজন রয়েছে। এটা একটা সামাজিক নির্মাণ; এবং এটা নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত ধারণাগুলো গড়ে তোলে। এই শ্রম বিভাজনের ফলে নারী এক ধরণের কাজের দায়িত্ব পায় আর পুরুষের জন্য থাকে আর এক ধরণের কাজ।এই ভূমিকাগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- উৎপাদনমূলক, পুনরুৎপাদনমূলক ও সামাজিক ভূমিকা।

উৎপাদনমূলক ভূমিকা: নারী বা পুরুষের সেইসব কাজ যা জীবিকা নির্বাহের জন্য বা বিক্রয়ের জন্য সেবা বা সামগ্রী উৎপান করে থাকে। কৃষিখাতে এর উদাহরণ হলো, নিজের খামারে বা মজুর হিসাবে বীজ বপন, পশুপালন ও বাগান করা।

পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা: সেইসব কাজ যা সমজের শ্রম উৎপাদনের ধারা নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য দরকার হয়। যেমন, সন্তান ধারণ, শিশুর পরিচর্যা ও বয়স্কদের সেবাযত্ন।

সামাজিক ভূমিকা: সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের দেশে, পুনরুৎপাদনমূলক কাজের শতকরা নব্বুই ভাগই করে নারী। উদাহরণ স্বরূপ, প্রথাগতভাবে, রান্না, পানি আনা, জ্বালানি সংগ্রহ, শিশু পরিচর্যা ও বৃদ্ধ ও রোগীর সেবা করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও, নারী উৎপাদনমূলক ও সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে থাকে। তবে নারী ও পুরুষের শ্রম বিভাজনের যে উৎপাদন ও সামাজিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ সচরাচর চোখে পড়েনা। পল্লী এলাকায়, নারী ফসল তোলার আগে ও পরে ফসল সংরক্ষণের কাজে যুক্ত থাকে; আর পুরুষ ফসল তোলা ও মাঠের কাজে জড়িত থাকে। নারীরা এই কাজগুলো করে বাড়ির ভিতরে, তাই এটা সবার চোখে পড়েনা। শহরগুলতে, নারী আয়রোজগারের জন্য কাজ করে। তবে, প্রায় সব সময়ই, নারী পুরুষের তত্বধানে কাজ করে ও তারা পুরুষের থেকে কম হারে মজুরি পেয়ে থাকে। এর কারণ হলো, পুরুষকে পরিবারের আয়কর্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া, নারী সামাজিক কাজকর্মেও অংশ নিয়ে থাকে যেমন- বিয়ে, সন্তান প্রসব, জন্ম-মৃত্যু। তবে, এসব ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পুরুষ আর নারী যোগ দেয় বাস্তবায়নের কাজে।

১.৪ নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া

পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী ও কিশোরীদের প্রতি আত্মীয়-স্বজন বা পরিচর্যাকারী বা স্বামীর দৈহিক, মানসিক অথবা লিঙ্গ ভিত্তিক দূর্ব্যবহার, অবহেলা অথবা অন্যায় আচরণকেই নির্দেশ করে। এটি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের অধিকার হীনতা, বিশ্বাসভঙ্গতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার, যেখানে নারী ও কিশোরীদের অধিকার এবং নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে লংঙ্ঘিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। তবে পারিবারিক সামাজিকভাবে অপরাধের সিংহভাগ দায়ভারই বর্তায় নারীর উপর।

আজকের সমাজে নারী, কিশোরীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, নির্যাতন ও সহিংসতা একটি ব্যাপক (পরিব্যাপ্ত) ও মারাত্মক সমস্যা হিসাবে স্বীকৃত। নারীরা শুধুমাত্র 'নারী' বলেই অন্যায়ের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্যাতন বা নিপীড়ন সংঘটিত হয় ভুক্তভোগী নারীর পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা।

পারিবারিক পর্যায়ে বেষম্য ও সহিংসতা গুলো ঘটে পুরুষদের জোরপূর্বক কর্তৃত্ব ও মতামত প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা পুরুষকে কতৃত্ব, ক্ষমতাশালী ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবর্তীর্ণ করে। একারণে পুরুষ তার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এটা হলো নারীর উপর একতরফা নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন ধরনের ক্ষমতার ব্যবহার। ***নারী নির্যাতন রোধে জাতিসংঘের ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "ঐতিহাসিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসম বন্টনের বহিঃপ্রকাশ হলো নারী নির্যাতন"।***

আমাদের পরিবার, সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী কিশোরীদেরকে দৈনন্দিন জীবনযাপনের অনেক কাজে, প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এই কারণে তারা তাদের পরিবারকে শুধুমাত্র অভিবাবক, স্বামী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন হিসাবে দেখে না, বরং বন্ধু, প্রতিবেশী এবং পরিচর্যাকারী বা সেবাদানকারী (এই সেবাদানকারী হতে পারেন, ডাক্তার, খানসামা, গাড়ীচালক, নার্স, শিক্ষক, সমাজকর্মী, মনোচিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট, কাউন্সিলর এবং হাসপাতালে কর্মরত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ) হিসাবেই দেখে। এরকম বহুসংখ্যক মানুষের সেবা নিতে গিয়ে নারীদেরকে দৈহিকভাবে পরিচর্যাকারীদের সন্নিকটে যেতে হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে মানসিকভাবেও তাদের মাঝে নৈকট্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এই ব্যাপারটিই নারীর উপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন কিংবা নির্যাতনের সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

নির্যাতনের ধরন :

একজন নারী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। যেমন-

দৈহিক নির্যাতন - দৈহিক নির্যাতানের ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের উপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করে এবং ভুক্তভোগী শারীরকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যেমন- চড়-থাপ্পড়, লাথি, অবহেলা সহকারে ধরা প্রভৃতি।

মানসিক নির্যাতন - মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারী অন্যের দ্বারা কটু কথা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।

যৌন নিপীড়ন - এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী অনিচ্ছাকৃত যৌন ক্রিয়ার শিকার হয়ে থাকে। এটা হতে পারে অযাচিত শারীরিক স্পর্শ, আদরের ছলে গায়ে হাত দেওয়া, ধর্ষন প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক নিপীড়ন - সঞ্চিত ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ অন্যদের দ্বারা দখল হয়ে যাবার মাধ্যমে নারী অর্থনৈতিক ভাবে নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে।

অবহেলা - নারী ও কিশোরীদের সঠিক সুরক্ষা না দিলে সে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। এটাকে অবহেলা বলা যেতে পারে। আবার তাদের জন্য সঠিক স্বাস্থ্য সেবা, বা চিকিৎসা, শিক্ষা না দেওয়াটাকেও অবহেলা বলা যায়।

১.৫ নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

অবস্থা ঃ সাধারণত আমরা অবস্থা (Condition) এবং অবস্থান (Position) এই শব্দ দুটিকে প্রায় সমঅর্থে প্রয়োগ করলেও দুটি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অবস্থা হলো বস্তুগত ব্যাপার, যেমন: খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়, উপার্জন ক্ষমতা ইত্যাদি। অবস্থার উন্নতির অর্থ হল জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। তাই নারীর অবস্থা বলতে বোঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা এবং তার অবস্থার উন্নয়ন বলতে বোঝায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

অবস্থান ঃ অন্যদিকে অবস্থান হলো সরাসরি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রন, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। কারও অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও অবস্থানের উন্নয়ন নাও ঘটতে পারে। নারীর অবস্থান বলতে তাই বোঝায় সার্বিক ভাবে নারীর মর্যাদার উন্নয়ন। অর্থাৎ তার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার ইত্যাদি অর্জন। সেজন্য দেখা যায় যে, নারীর অবস্থার উন্নতি অর্থাৎ তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটলেও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। কেননা একজন স্বচ্ছল পরিবারের নারীর অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে ভাল হলেও তার অবস্থান কিন্তু সমাজের আর সব সাধারণ নারীর মতোই অধঃস্তন হতে পারে। আবার একজন শ্রমজীবি দরিদ্র নারীর অবস্থা বা জীবনযাত্রার মান অনেক নীচু হলেও তার অবস্থান একজন উচ্চবিত্ত নারীর চেয়েও উন্নত হতে পারে।

আমরা যদি সুনির্দিষ্টভাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান দেখতে পাই, তাহলে নারীর প্রতি বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হবে।

নারী পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান

নারী পুরুষের অবস্থা		
	নারী	**পুরুষ**
পরিবার	গৃহস্থালী বা সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে। সন্তান লালনপালন করে। খাবার তৈরী করে। জল ও জ্বালানী সংগ্রহ করে। কম খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করে। আয় উর্পাজনের সুযোগ কম। দীর্ঘ শ্রম দিবসের ধকল সহ্য করে। অবকাশ অবসর যাপন ও বিনোদনের সুযোগ কম।	সাধারণত সাংসারিক দায়িত্ব বহন করে না। আয় উর্পাজন করে। খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করার সুযোগ পায়। অবসর যাপন ও বিনোদনের অধিকতর সুযোগ লাভ করার সুযোগ পায়। আত্মনির্ভরশীল।
সমাজ	সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ খুব কম। সভা, সমাবেশ মিছিল, বিচার, সালিশ ও অন্যান্য ঘটনায় অংশগ্রহনের সুযোগ পায়না। অনেক কম নাগরিক অধিকার ভোগ করে। পরনির্ভরশীল।	সভা, সমাবেশ মিছিল, বিচার, সালিশসহ সকল সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। নাগরিক অধিকারও ভোগ করে।
রাষ্ট্র	ভোটাধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হলেও তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে	অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে

	অংশগ্রহনের সুযোগ কম। জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ লাভ করে না। সংগঠিত শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করলেও শ্রমশক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়না।	অবদান রাখার সুযোগ পায়। শ্রমশক্তিরূপে বিবেচিত হয়।

নারী পুরুষের অবস্থান		
	নারী	**পুরুষ**
পরিবার	অর্থ সম্পদের ওপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রন নেই। পারিবারিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ক্ষমতাহীন ও মযার্দাহীন। পারিশ্রমিকহীন সাংসারিক কাজকে অবমূল্যায়ন করা হয়। মতামত প্রদান, পছন্দ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আয় উর্পাজন করলেও তার ওপর নিয়ন্ত্রন নেই। অধঃস্ড়ন অবস্থার শিকার।	অর্থ সম্পদ নিয়ন্ত্রন করে। সংসারে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের অধিকার ভোগ করে। ক্ষমতাবান ও মযার্দাবান। মতামত গ্রহন, পছন্দ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।
সমাজ	সামাজিক কর্মকান্ডে নীতি নির্ধারন ও সিদ্ধান্ড়গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের সুযোগ পায়না। নানান বৈষম্যের শিকার হয়। নেতৃত্বে অনুপস্থিত। ধর্মীয় গোঁড়ামীর শিকার।	সামাজিক কর্মকান্ডে নীতি নির্ধারন ও সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের সুযোগ পায়। নেতৃত্ব দান করে।
রাষ্ট্র	স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বদ্বিতার সুযোগ পায়না। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ড়ের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে না। রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ সীমিত। পেশাগত ও আইনগত বৈষম্যের শিকার।	সব ধরনের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বদ্বিতার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ড়ের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। অবাধে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে।

অধিবেশন- ০২
জেন্ডার বিবেচনায় নারী-পুরুষের দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;
ও সক্ষমতা

- দুর্যোগ, দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা;
- দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ;
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি,বিপদান্নতা এবং এর কারণ চিহ্নিতকরণ;
- দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতার গল্প;
- দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় নারীর সক্ষমতা, অবদান ও বাধা সমূহ;
- দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় উন্নয়নের ক্ষেত্র সমুহ।

মোট সময় : ২ ঘন্টা

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	দুর্যোগ, জেন্ডার বিবেচনায় দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা	প্রশ্ন-উত্তর প্রদর্শন ও আলোচনা	দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা লিখিত ছবি যুক্ত পোষ্টার	২০ মিনিট
০২	দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ এবং নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও কারণ সমূহ	স্টেপিং ফরোয়ার্ড গেম ছোট দলীয় আলোচনা	খেলার নির্দেশনা, দুর্যোগে, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা লিখিত স্লাইড, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	৫৫ মিনিট
০৩	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতার গল্প; দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় নারীর সক্ষমতা, অবদান ও বাধা সমূহ;	পাঠ ও বিশ্লেষণ, প্রশ্ন উত্তর, প্রদর্শন ও আলোাচনা	সফলতার গল্প, দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় নারীর সক্ষমতা, অবদান ও বাঁধা লিখিত স্লাইড, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	৩০ মিনিট
০৪	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় উন্নয়নের ক্ষেত্র সমুহ;	জোড়া দলে আলোচনা, প্রদর্শন	ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৫	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	০৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১ : দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতার ধারণা ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা বলতে কি বোঝায়? প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে একটি একটি করে প্রথমে এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ৬/৭ জনের ধারণা সংগ্রহ করুন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে দুর্যোগ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানকরুন;

ধাপ- ২: দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ এবং নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও কারন সমূহ; ৫৫ মিনিট

- এবারে, ইচ্ছুক ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত"স্টেপিং ফরোয়ার্ড" খেলার গাইড লাইন অনুসরণ করে খেলাটি পরিচালনা করুন;
- খেলাটি শেষে খেলার শিখন পর্যালোচনা এবং এর সুত্র ধরে নারীরা যে সবচেয়ে ঝুঁকি ও বিপদাপন্ন এবং সামাজিক বিধি নিষেধের কারণে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না পারা ও সম্পদে প্রবেশাধিকার না থাকার ফলে তারা অধিক বিপদাপন্ন এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।
- দুর্যোগে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সর্ম্পকিত বাস্তব ঘটনা থাকলে তা অংশগ্রহনকারীদের সাথে বিনিময় করুন এবং অংশগ্রহনকারীদের জানা অনুরূপ বাস্তব ঘটনা থাকলে সেটিও বিনিময় করার সুযোগ দিন;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করুন (টেবিলভিত্তিক ভাগ হতে পারে);
- প্রথম দলকে দুয়োগ পূর্বে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা ও এর কারণ, দ্বিতীয় দলকে দুর্যাগ চলাকালীন নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা ও এর কারণ এবং তৃতীয় দলকে দুর্যোগ পরবর্তী নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা ও এর কারণ দলীয়ভাবে আলোচনা করে নিরুপণ করতে বলুন;
- দলীয় আলোচনা জন্য পৃথক স্থান ও সময় নির্ধারণ ও পোস্টার পেপার ও মার্কার প্রদান করুন;
- দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে একে একে দলীয় সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে বলুন;
- উপস্থাপন শেষে অন্যান্যদেরকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিন এক্ষেত্রে কেউ কোন পয়েন্ট সংযোজন বিয়োজন করতে চাইলে তা সকলের মতামত ও যুক্তির ভিত্তিতে করুন।
- কোন বিষয় বাদ পড়লে তা আলোচনা করে যুক্ত করুন;
- নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা ও এর কারণসমূহ সুনির্দিষ্ট করে দলীয় কাজের সারাংশ টানুন।

ধাপ- ৩ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতার গল্প এবং নারীর সক্ষমতা, অবদান ও বাধা সমূহ; ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের ভেতর থেকে একজনকে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতার গল্প বলার জন্য নির্বাচন করুন;
- সহায়ক তথ্যে সংযুক্ত সফলতার গল্পের অনুরুপ একটি গল্পের কপি তাকে দিয়ে তা পাঠ করতে বলুন;
- গল্প পাঠ শেষে জানতে চান এ থেকে আমরা কী ধারণা পেলাম? অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন এবং তাদেও মতামত ও গল্পের সুত্র ধরে বাংলাদেশে দুর্যোগে সফলতাগুলো তুলে ধরুন;
- বাংলাদেশের দুর্যোগের সফলতার বিষয়টি যে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত তা বর্ণনা করুন;
- এরপর সহায়ক তথ্যের আলোকে দুর্যোগ মোবেলায় নারীর সক্ষমতা, অবদান ও বাঁধসমূহ আলোকপাত করুন।

ধাপ- ৪ : দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় উন্নয়নের ক্ষেত্র সমুহ ১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এতক্ষণ আমরা দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় নারীর অবদান, সক্ষমতা, ও বাঁধাসমূহ আলোচনা করলাম। এ পর্যায়ে আমরা দেখবো নারীর জন্য যে বাঁধাগুলো রয়েছে তা দূর করা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলার কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন?
- এরপর এ সংক্রান্ত প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন এবং আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্ট করে ফ্লিপ শীটে লিখুন।

ধাপ- ৫ : অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই ০৫ মিনিট

- অধিবেশনের সার সংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন- ০২

জেন্ডারবিবেচনায় নারী-পুরুষেরদুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ওসক্ষমতার ধারণা

২.১ দুর্যোগ, জেন্ডার বিবেচনায় দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা

আপদ (Hazard)

আপদ হলো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা মানুষের জীবন, জীবিকা, পরিবেশ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করত পারে। যেমন- সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা, অগ্নিকা-, ইত্যাদি। উলেখ্য যে আপদ কোন দুর্যোগ নয়, দুর্যোগের কারণ হতে পারে।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability)

বিপদাপন্নতা হলো আপদের কারণে সৃষ্ট কোন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের এমন কিছু বিষয় যা দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়ায় অর্থাৎ ঝুঁকির কারণসমূহই হচ্ছে বিপদাপন্নতা। যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা, প্রতিরক্ষা বাঁধ না থাকা ইত্যাদি। আমাদের দেশে তথ্য, সেবা, সম্পদ অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাহীনতা এবং নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে অধিক মাত্রায় বিপদাপন্ন করে রেখেছে।

ঝুঁকি (Risk)

আপদের কারণে কোন ঘটনা ঘটার আশংকা যা মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। অর্থাৎ দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষতির আশংকাই হলো ঝুঁকি। সমাজে নারী পুরুষ ও বয়স ভেদে ঝুঁতি তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বৈষম্য পূর্ণ আচরণের কারণে নারীর বিপদাপন্নতার মাত্রা পুরুষদের চাইতে বেশী। সামাজিক বিধি নিষেধের কারণে নারীদের চলাচল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার, চর্চা অনুশীলন পুরুষের চেয়ে খুব কম সে কারণে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকিও বেশি।

ঝুঁকি = আপদ × বিপদাপন্নতা

দুর্যোগ (Disaster)

দুর্যোগ হচ্ছে আপদের কারণে সৃষ্ট এমন একটি ভয়াবহ ঘটনা যা মানুষের জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে এবং যা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপরের সাহায্য ছাড়া এককভাবে মোকাবেলা করতে পারে না। বিভিন্ন দুর্যোগে দেখা গেছে নারীর ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পুরুষদের তুলনায় বেশি। ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর সিডোর ও ২০০৯ এর আইলাতে নারী মৃত্যুর হার ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রতিরোধ (Prevention)

প্রতিরোধ হলো কোন দুর্ঘটনা বা সম্ভাব্য দুর্যোগকে বাঁধা প্রদান করা। যেমন- জর“রি বাঁধ নির্মাণ। প্রতিরোধ ব্যবস্থা নারী কেন্দ্রীক যতো বেশী হবে, নারী/পরিবারের বিপদাপন্নতা কমবে ও পরিবার ঝুকি মুক্ত হবে।

প্রশমন (Mitigation)

প্রশমন হলো এমন কোন উদ্যোগ, পদক্ষেপ বা কাজ যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।

প্রস্তুতি (Preparedness)

প্রকৃত জরুরি অবস্থার সময় অধিকতর কার্যকরীভাবে অথবা সময়োচিত সাড়াদানের জন্য পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। এই প্রস্তুতি বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে আমাদের জীবন ও সম্পদ করে থাকে। প্রস্তুতির বিষয়গুলো নারী বান্ধব হলে তা নারীর ঝুঁকিহ্রসে সহায়ক হয়। ফ্লাড বা সাইক্লোন সেল্টারের পরিবেশ যতো বেশী নারী কেন্দ্রীক হবে, দুর্যোগের সময়ে নারী শ্লেটারে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে। যেমন, শ্লেটারের নিরাপত্তা, আলোর ব্যবস্থা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শ্লেটার পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহন ও নেতৃত্বর সুযোগ ইত্যাদী।

২.২ দুর্যোগে সর্বাধিক ঝুঁকিপুর্ণ গোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ এবং নারীর ঝঁকি, বিপদাপন্নতা ও কারণ সমূহ

স্টেপিং ফরোয়ার্ড খেলার নির্দেশনা

"ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া খেলা" গাইডলাইন

- খেলাটি পরিচালনার জন্য উৎসাহী ১০ জন অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করুন;
- নির্বাচিত ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে পাশাপাশি এক সারিতে দাঁড়াতে অনুরোধ করুন;
- প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে কাল্পনিক পরিচয় সম্বলিত লিখিত স্লিপ বিতরণ করুন। স্লিপ বিতরণের পূর্বে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের পাওয়া স্লিপে বর্ণিত পরিচয় যতক্ষন পর্যন্ত সহায়ক জিজ্ঞাসা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যেন গোপন রাখে সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত করুন; কাল্পনিক পরিচয়গুলো নিম্নরূপ:

○ কলেজের ছাত্র;	○ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;
○ অসহায় বয়স্ক ব্যক্তি;	○ গর্ভবতী নারী ;
○ শিক্ষিকা;	○ অসহায় বিধবা নারী;
○ চেয়ারম্যান;	○ সংস্থার কর্মী;
○ মহিলা মেম্বার;	○ শিশু।

- এবারে অংশগ্রহণকারীদের এক এক করে নিচের প্রশ্নগুলো করুন। কাল্পনিক পরিচয় অনুযায়ী যে সব অংশগ্রহণকারী প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" সূচক মনে করবেন তাদেরকে একধাপ করে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করুন। যেসব অংশগ্রহণকারী প্রশ্নের উত্তর "না" সূচক মনে করবেন তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে অনুরোধ করুন।

প্রশ্ন:

- সমাজে সবাই আপনাকে মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখে?
- দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ নেয়া হয়?
- আপনি কি আয়-রোজগারমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত?
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে বা আলোচনা সভায় আপনাকে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়?
- আপনি কি দুর্যোগ সতর্ক সংকেত পেয়ে থাকেন?
- দুর্যোগ সময়কালে আপনি কি আপনার নিজের সিদ্ধান্তে এবং কারো সহযোগিতা ছাড়াই আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারেন?
- আশ্রয়কেন্দ্রে আপনার বিশেষ সমস্যাসমূহ বিবেচনা করে আপনার জন্য কি কোনো বিশেষ সহায়তা দেয়া হয়?
- ত্রাণ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে আপনি নিজে কি ত্রাণ গ্রহণে সক্ষম?
- আপনার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী আপনাকে কি ত্রাণ সামগ্রী দেয়া হয়?
- "আপনারও অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে"- এভাবে অন্যরা আপনার সম্পর্কে ভাবে কি?

- খেলা শেষে সবচেয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং পিছিয়ে পড়া অংশগ্রহণকারীদের কাল্পনিক পরিচয়গুলো জানুন;

- খেলা শেষে যারা এগিয়ে গিয়েছে তারা কেন এগিয়ে গিয়েছে এবং যারা পিছিয়ে পড়েছে তারা কেন পিছিয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানুন এরপর এবং খেলাটির সুত্র ধরে নারীর পিছিয়ে পড়া ও দুর্যোগে নারী যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠি তা ব্যাখ্যা করুন।

দুযোগ পূর্ব, চলাকাল ও পরবর্তী কালে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এর কর কারণ

দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা

- দুর্যোগ ভেদে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকা
- আপদকালীন/প্রস্তুতি বিষয়ক পরিকল্পনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকা
- পুরুষদের জীবন রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া
- দুর্যোগের সতর্কতা বার্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা
- নারী বান্ধব সতর্ক বার্তা প্রদানর ব্যবস্থা না থাকা
- অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা
- গৃহস্থালীর সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক নজর দেয়ার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন হয়
- সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে নারীরাই বেশী ব্যস্ত থাকে
- কুসংস্কারে বিশ্বাসী
- আয়মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম ও নারীর হাতে অর্থ থাকা

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভরশীল
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের (গর্ভবতী ও প্রসুতী) প্রবেশগম্যতা উপযোগী নয়
- দুর্যোগকালীন সময়েও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য নিশ্চিত করতে হয়
- নারীদের বিশেষ চাহিদাগুলো জানা হয় না
- নারীদের উপযোগী পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা
- পরিবারের শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা
- নিজের অসুস্থতা
- সাহায্যকারীর অভাব
- পারিবারিক সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত থাকে
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তার অভাব
- আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতীদের জন্য কোন ব্যবস্থা থাকে না

দুর্যোগ পরবর্তীতে বিপদাপন্নতা

- নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন আলাদাভাবে ব্যবস্থা না থাকা
- নিজেদের প্রয়োজনীয়তা না ভেবে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা
- পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাড়তি চাপ উপলব্ধি করা
- ত্রাণ কার্যে নারী উপেক্ষিত
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলা করা

ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার কারণ বিশ্লেষণ

দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারী ও শিশুরা। এছাড়া আমাদের দুর্যোগ প্রস্তুতি, ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো এখনো নারী বান্ধব হয়ে ওঠেনি ফলে খুব সংগত কারণেই নারীর উপর দুর্যোগের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা পূর্ববর্তী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারাসহ নারীকে বাস্তবে অনেক চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তা উত্তরণের সক্ষমতা এবং অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে তাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা নেয় সম্ভব হয়না। এ কারণে নারীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। দুর্যোগের ফলে প্রকৃতি, জীবন ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি হলে নারীর উপর এর বিরুপ প্রভাব লক্ষণীয় যা নিম্নে উলেখ করা হলো।

১. জীব বৈচিত্র ও প্রকৃতি: ঘরবাড়ি, পানি সম্পদ ও কৃষি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার দরুন নারীর উপর এর প্রভাব পড়ে।
২. সামাজিক, জীবন ও জীবিকা : খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, আয় ও কর্মসংস্থান, পানির স্বল্পতা, স্বাস্থ্য ও পেশাগত পরিবর্তনের ফলে নারীর জীবন যেমন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তেমনি নারীকে অতিরিক্ত কাজের চাপ বহন করতে হয়।।
৩. সমুদ্রের পানি বৃদ্ধির ফলে জোড়ারের সময়ে পানির উচ্চতা বাড়ছে এবং সেই পানির মধ্যে থেকেই নারীকে কাজ করতে হচ্ছে, ফলের নারীর বিপদাপন্নতা বাড়ছে যেমন নারীর চর্ম রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, গর্ভপাতের পরিসংখ্যান বাড়ছে, হাস-মুরগী পালনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে যার কারনে নারীর আয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।
১. ৪.অবকাঠামোগত: অধিবাসীদের স্থানান্ড়র এবং জীবিকার ক্ষতি, উপকূলীয় সম্পদ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে এর ফলে নারীরা ক্ষতিগ্রস্থ বেশী হয়।

দুর্যোগে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা

দুর্যোগে সাধারণত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যাবস্থা ভেঙে পড়ে। মানুষের জীবন ভয়ানক এক সংকটের মধ্যে পতিত হয়। বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের উপর সহিংসতা ও বৈষম্যের আশংকা অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। জীবন রক্ষার নানা আয়োজনে নারীর জীবন গুরুত্ব পায় না। সাধারণ সময়ে একজন নারী পরিবারে ও সামাজিক ভাবে যে ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় দুর্যোগের সময়ে এই অপরাধ প্রবণতা অকোংশেই বেড়ে যায়। এতে একদিকে যেমন পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তেমনি সমাজের বহু সুযোগ সন্ধানি মানুষ নানা ধরনের অপরাধ এবং সহিংসতার পথে পা বাড়ায়। এর শিকার প্রধানত নারীরাই বেশী হয়ে থাকে । আমরা যেমন দুর্যোগকালে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা নারীকে ও শারিরীক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে দেখি যেমন-

নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করা, নারীর মতামত অগ্রাহ্য করা, নারীকে ঝুঁকিপুর্ণ কাজে ঠেলে দেয়া, নারীর চাহিদা অগ্রাহ্য করা, বাল্য বিবাহ, নারীকে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে না দেয়া ইত্যাদি। অপরদিকে সামাজিকভাবেও নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা লক্ষ্য করা যায় যেমন, এ সময়ে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়, অপহরণ বেড়ে যায, নারীর স্বাভাবিক চলাচল ব্যহত হয়।

২.৩ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতার গল্প এবং নারীর সক্ষমতা, অবদান ও বাধা সমূহ;

১৯৭০ সনের মহাঘুর্ণিঝড়ের কথা নিশ্চয়ই ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি, মাত্র ৫০ বছর আগের ঘটনা। সেই ঝড়ে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৩ লক্ষের অধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিলো। তার ২০ বছর পর ১৯৯১ সনে চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘুর্নিঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যাও কম ছিলো না, প্রায় দেড় লক্ষ্যের মত। অথচ সেই ১৯৭০ কিংবা ১৯৯১ সনের সমমাত্রার ঘুর্নিঝড় ছিলো ২০০৭ সনের সিডোর। এই সিডোর এবং ২০০৯ ঘুর্নিঝড় আইলাতে কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ২০০০ এর নীচে, যার অধিকাংশই জেলে যারা গভীর সমুদ্রে মাছ আহোরনে নিয়োজিত ছিলো। প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছিলো? এটি সম্ভব হয়েছিল এদেশের রাজনৈতিক শক্তি, প্রশাসন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ, কর্মী, স্থানীয় জনগণসহ সকলের মিলিত চিন্তা, কার্যকর কর্মপন্থা ও প্রচেষ্টার ফলে। প্রকৃত অর্থেই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন মাত্রা ও মডেল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে।

ইতোমধ্যে তৈরী হয়েছে বেশ কিছু সাইক্লোন সেন্টার। এছাড়া সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে পর্যাপ্ত বহুমূখী ব্যবহার উপযোগী সাইক্লোন সেল্টার তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং জনগণ এখন তার সুফল ভোগ করছে। এ কারণে মহাসেন, বুলবুল ও কোমেনের মতো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়েও মানব মৃতুর সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামানো সম্ভব হয়েছে। আমরা সমগ্র উপকুলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসুচীর আওতায় প্রায় ৬৫ হাজার দক্ষ স্বেচ্ছাসেবী তৈরী করেছি যারা গ্রামেগঞ্জে দূর্যোগের প্রস্তুতিমূলক বার্তা জনগণের নিকট পৌচ্ছে দিচ্ছে ও ঝুঁকির মধ্যে বসবাসকৃত জনগণকে ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় স্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে দূর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি, দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা এবং মহড়া প্রদান করা হয়েছে যা একটি দূর্যোগের ঝুঁকিসম্পন্ন সমাজকে সব সময় মানসিক ও বস্তগতভাবে প্রস্তুতি নিতে সক্ষম করে তুলেছে। এই প্রক্রিয়াটি বর্তমানেও চলমান রয়েছে। এছাড়াও সরকারী উদ্যোগ ও অর্থে বিভিন্ন নদ-নদীর বাঁধ নিয়মিত মেরামতের ফলে ঝুঁকির মাত্রা কমানো সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশন ও বেসরকারী সংগঠনের কর্মীদের মাধ্যমে জনগণ নিয়মিত দূর্যোগের সংকেত সমূহ পাচ্ছে এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহন করছে ফলে ১৯৭০ সনে যে মাত্রার ঘুর্নিঝড় আমাদের ৩ লক্ষ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিলো আজকে ৩০ জনের জীবন নিতে পারছে না। এই কারণে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের নিকট রোড মোডেল।

অতএব দূর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় জনস্পৃক্ততা, দক্ষতা, জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম এবং প্রশিক্ষনের উপদান হিসেবে জেন্ডার ধারণার বিশ্লেষন, জেন্ডার ধারণার আলোকে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্থবায়ন অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় আমাদের বহুল আলোচিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলটি সমাজের সকল নাগরিক তথা নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে সুফল বয়ে আনবে না। কারন সমাজের প্রচলিত সকল প্রকার মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ বিধি, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা সকল নারী- পুরুষের জন্য সমান নয় বিধায় দূর্যোগে এগুলি নারী-পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী বৈষম্য তৈরী করে। আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, গত ২০০৪ সনে শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের সুনামীতে মোট মৃত্য জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৭০% ভাগ ছিলো নারী। তেমনি ১৯৯১ সনের চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঘুর্নিঝড়ে মোট ১,৪০,০০০ মৃত্যুর মধ্যে প্রায় ৯০% ভাগ ছিলো নারী, যুবা নারী ও শিশু।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই পরিসংখ্যান কি জেন্ডার সমতাভিত্তিক একটি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবীকে যৌক্তিক বলে প্রমান করতে পারছে কিনা?

২.৪ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় উন্নয়নের ক্ষেত্র সমুহ;

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, আমরা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় সাফল্য অর্জন করেছি যেমন সত্য তেমনি দুর্যোগে নারীর জন্য সমভাবে সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারিনি। আমাদের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নারী। নারীদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে তাদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। নারীর অবদানগুলো, অভিজ্ঞতাগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পুরুষের পাশাপাশি সমভাবে বৃদ্ধি করতে হবে নারীর দক্ষতা। এছাড়াও ঘুর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র গুলিতে পুরুষ সঠিক সময় আশ্রয় গ্রহণ করলেও তা নারীর অবস্থানের জন্য যুগপোযোগী বা গ্রহণ যোগ্য হচ্ছে না কারণ নারীর টয়লেট সুবিধা, স্যানেটারী ন্যাপকিন বদলানোর সুবিধা, সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর জয়গার অপ্রতুলতা নারীর অধিকারকে ক্ষুন্ন করছে যা উন্নয়নের দাবী রাখে।

অধিবেশন- ০৩

জেন্ডার প্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সের ধারণা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, এর প্রেক্ষাপট ও মূলনীতি
- রেজিলিয়েন্স ধারণা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ
- রেজিলিয়েন্স ধারণায় সমৃদ্ধ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বাঁধা সমূহ

মোট সময় : ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনারধারণা, প্রেক্ষাপট ও মূলনীতি	প্রশ্ন উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	ফ্লিপ শীট, মার্কার ও বিষয় ভিত্তিক পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড	৩০ মিনিট
০২	রেজিলিয়েন্স এর ধারণা ও গুরুত্ব বিশ্লেষন	প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	রেজিলিয়েন্স ধারণা লিখিত স্লাইড, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	১০ মিনিট
০৩	জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স ধারণায় সমৃদ্ধ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাঁধা সমূহ	প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	পোস্টার পেপার, মার্কার	৩০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ধারণা, প্রেক্ষাপট ও মূলনীতি ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাকে বলে প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহ করুন;
- এরপর পাওয়া পয়েন্ট স্লাইড প্রদর্শন করে এবং সম্ভব হলে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্বচ্ছ করুন;
- সহায়ক তথ্যের আলোকে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন;
- জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ করার পর সহায়ক তথ্যের আলোকে এর মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করুন;
- আপনার বক্তব্য যাতে অংশগ্রহণকারীগণ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে সেটি বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ- ২: রেজিলিয়েন্স ধারণা বিশ্লেষন ১০ মিনিট

- রেজিলিন্সে বলতে কি বোঝায় ? প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহ করুন এবং এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করুন;
- এরপর সহায়ক তথ্যের আলোকেদুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রেজিলিন্সের গুরুত্ব নিয়ে আলেচনা করুন;

ধাপ- ৩: জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্স ধারণায় সমৃদ্ধ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বাঁধাসমূহ ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা এতক্ষণ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আমাদের কী কী বাঁধা রয়েছে তা চিহ্নিত করবো;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা করে জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নের অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করুন এবং ফ্লিপ শীটে লিপিবদ্ধ করুন।

ধাপ- ৫: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই ৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন- ০৩
জেন্ডার প্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সের ধারণা

৩.১. জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা ও মূলনীতি

জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স হলো নারী পুরুষের একটি সমন্বিত উদ্যোগ এবং কর্মপন্থা । আমাদের দেশে নারীরা পরিবারিক ও সামাজিকভাবে বিপদাপন্ন। দুর্যোগে এই ঝুঁকি ও বিদাপন্নতার মাত্রা বহুগুনে বেড়ে যায়। কাজেই জেন্ডার বলতে পৃথকভাবে নারীকে না বোঝালেও জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীদেরকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। ***জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর ঝুঁকিহ্রাস, চাহিদা, অংশগ্রহণ, অধিকার এবং মর্যাদার মত বিষয়গুলোতে অধিকারভিত্তিক ইতিবাচক সাড়া প্রদান করতে হবে। সকল পর্যায়ে অর্থাৎ চাহিদা নিরুপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নে নারী পুরুষ সমতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে*** । নারীর প্রতি অসম দৃষ্টি ভঙ্গি নয় বরং নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়গুলো সমভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে। জরুরী সাড়া প্রদানে নারী পুরুষ যৌথ উদ্যোগ ও সক্ষমতা অর্জন করবে এবং একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে যার মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ ধরে রাখার সামগ্রীক প্রচেষ্টাটিও অব্যাহত থাকবে।। জেন্ডার বিবেচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে নারী পুরুষ একত্রে মিলে বৈষম্যহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হবে জেন্ডার সংবেদনশীল এবং এখানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অন্তরায় গুলো দূর করবে ।

জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

- বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়ক হবে;
- নারীর অধিকার মতামত, অংশগ্রহণ,মর্যাদা নিশ্চিত হবে;
- নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে;
- চাহিদা নিরুপণে নারীর মর্যাদাপূর্ণ সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে;
- জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে
- নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস পাবে;
- নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট

আমাদের নারীরা দীর্ঘকাল ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার। বেষম্য ও নির্যাতন ও পরাধীনতা নারীকে ক্রমশ শারীরিক ও মানসিকভাবে দূর্বল করে রেখেছে। সমাজে গড়ে ওঠা বৈষম্যমূলক সংস্কৃতি নারীর চিন্তা, অংশগ্রহণ, ক্ষমতা বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। এদেশের নারীরা নিজ পরিবার, সমাজসহ সর্বত্র বৈষম্য, বঞ্চনা ও ভয়াবহ বৈরী এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করে আসছে। এটাই আবাহমান কাল ধরে চলে আসা নারীদের চিত্র। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সূচনায় নারীদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনূভব করা হয়। এবং এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগিদের দিক থেকে একটি চাপও আসতে থাকে। সরকার নারীর অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করে নানা পদক্ষেপ ও কর্মকৌশল। সরকারী - বেসরকারী নানা উদ্যোগে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ অনেক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে কিন্তু নারীর সিদ্ধান্তগহণ তার চাহিদা, সমমর্যাদা, অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্র গুলোতে বৈষম্যতার প্রত্যাশিত পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। প্রক্রিয়াটি বা এপ্রোচটিই এমন ছিল যে পুরো কর্মকান্ডে নারীর জন্য বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সুযোগ সৃষ্টি করা অথবা নারীকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয়া। এ ধরনের গতানুগতিক চর্চা ও অনূশীলন নারীর মর্যাদা তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় খুব একটা সহায়ক হয়নি। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিরও আশানুরুপ পরিবর্তন ঘটেনি। এর বড় প্রমান আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই।

আমাদের দেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গনের মত দুর্যোগ আমাদের নিত্য দিনের সংগী। এসব দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়ে নারী, শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী ও প্রতিবন্ধিদের উপর। নারীদের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও প্রথাগত কিছু নিয়ম নীতি নারীদের জীবনকে আরো বেশী সংকটাপন্ন করে তোলে। ঝুঁকিহ্রাস ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমেও নারীর অধিকার, নেয্যতা ও সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিষটিও সব সময় আলোচিত হয়ে থাকে। এখানেও একইভাবে নারীর অংশগ্রহণের সেই গতানুগতিক ধারাটি প্রচলিত রয়েছে। ফলে নারীর ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও জীবন রক্ষায় কার্যকর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এছাড়া বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাটিও এখন পর্যন্ত চর্চা ও অনূশীলনে পুরোপুরি জেন্ডার সংবেদনশীল হয়ে ওঠেনি। এসব দিকগুলো গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেই বাংলাদেশ সরকার তার লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি পূরণে কর্মকৌশলের পরিবর্তন এনেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তএসওডিতে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে সরকাওে কৌশল হলো, কর্মসূচি বাস্তবায়নে এমন এপ্রোচ বা কর্মপন্থা অবলম্বন করা যাতে করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে সমঅংশগ্রহণ ও মর্যাদার ভিত্তিতে জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়িত্ব বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের সকল স্তরে জেন্ডার-সমতা ও নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দুর্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও সম্প্রদায়কে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার-সমতা অন্তর্ভুক্তির মূলনীতি নিম্নরূপ:

১. জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বয় প্রক্রিয়া

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা এককভাবে সম্ভবপর নয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয় বা নির্দিষ্ট সংস্থা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে তা অর্জন করা যাবে না। দুর্যোগে সকল খাতই যেহেতু কমবেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে, তাই জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনায় চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে, কৌশল গ্রহণ, সম্পদ জোগান পর্যন্ত সকল কাজে সমন্বয় থাকতে হবে, যেমন:

- দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ জেন্ডার ইস্যু নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন সংগঠনের সমন্বয়ে কাজ করা;
- লিঙ্গবিভাজিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একযোগে কাজ করা;
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জন্ডোর-সমতা অন্তর্ভুক্ত করতে জেন্ডার পরামর্শকদের অভিজ্ঞতা ও মতামত গ্রহণ করতে সমন্বয় প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে একটি জেন্ডার-বিষয়ক নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে। যাদের ভূমিকা হবে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরকে জেন্ডার-সমতা অর্জনে পরামর্শ, সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা।

২. জেন্ডার-সমতাভিত্তিক অংশ্রগহণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব

নারী-পুরুষ উভয়েই ভিন্ন মাত্রায় দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এদের প্রত্যেকের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা ও চাহিদা ভিন্ন হয়। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-পুরুষের সমভাবে অংশগ্রহণ করা, মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখা জরুরি। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময়ে নারী, পুরুষের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা এবং নিশ্চত করা যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে প্রাধান্য পাবে;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে বা স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ককে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে নেতৃত্ব বিকাশমূলক প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা ও নারীর জন্য নিরাপত্ত বলয় তৈরি করা

জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর ও সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যক্তির জীবন যেন যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত থাকে, এ বিষয়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সুরক্ষা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও আচারণবিধি মেনে চলার একটি প্রক্রিয়ায় রাখতে হবে।

৪. জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণে জেন্ডার রূপান্তরমূলক উদ্যোগ গ্রহণ

নারীকে 'ক্ষতিগ্রস্ত' বা 'বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী' বা 'পিছিয়ে থাকা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে বিবেচনা করে শুধু তাদের কিছু চাহিদা পূরণ করলেই জেন্ডার-সমতা অর্জিত হবে না। জেন্ডার-সমতা অর্জন করতে চাইলে নারীর প্রতি সমাজে যে বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক কাঠামো, সংস্কৃতি ও মনোভাব বিদ্যমান, তা সমূলে উৎপাটন করতে হবে। দুর্যোগ যেহেতু সমাজের বিদ্যমান কাঠামো ও ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেহেতু সেখানে সমাজের প্রচলিত নারী-পুরুষের ভূমিকা ও ক্ষমতাকাঠামোকে পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে, যেমন: সাইক্লোন সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা অঞ্চলের শরণখোলা এলাকা যেখানে সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে নারীরা আগে কখনো গৃহের বাইরে এসে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেনি, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়বৃদ্ধির জন্য প্রথম গৃহের বাইরে এসে মাটি কাটার কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক উদ্যোগ হলো, যা নারীকে ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করবে, এমন পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ, দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে যে অর্থের বিনিময়ে কর্মসূচি নেওয়া হবে, সেখানে নারীদেরকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে সরাসরি অর্থ প্রদান করা। এতে করে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নারীর প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি তার সামাজিক গতিশীলতা বা বাড়ির বাইরে চলাচল বাড়বে,যা তার ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি। উল্লেখ্য যে ঘূর্ণিঝড় আইলা-পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত নারী, যারা রাস্তা নির্মাণে মাটি কাটার বিনিময়ে অর্থ পেয়েছেন, তাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংক মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে। তবে অব্যশই লক্ষ রাকতে হবে যে, রূপান্তরমূলক যেকোনো উদ্যোগ যেন নারীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে, তাদের চাহিদা ও তাদের সক্ষমতার এবং সর্বোপরি তাদের পরিবারের ও সম্প্রদায়ের (কমিউনিটির) সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়।

৩.২ রেজিলিয়েন্স এর ধারণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব

রেজিলিয়েন্স বলতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতাকে বোঝায়। দুর্যোগ একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। দুর্যোগের ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। আয় রোজগার, খাদ্য, বাসস্থান, চলাচল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষাসহ প্রায় সব কিছুর ক্ষেত্রে ভয়ানক এক অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে এবং এর প্রভাবে জীবনহানি সহ সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় প্রয়োজন হয় খুব দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার। **এক্ষেত্রে রেজিলিয়েন্স হলো- দুর্যোগ সহনশীলতা, ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং খাপ খাইয়ে চলার মানসিকতা।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এর গুরুত্ব কতটা তা রেজিলিয়েন্স এর ধারণাটি স্পষ্ট হবার পর দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন পড়েনা। আমরা যখন দুর্যোগ মোকাবেলা ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনার কথা বলি সেক্ষেত্রে রেজিলিয়েন্স এর একটি পূর্ব শর্ত। রেজিলিয়েন্স সুস্থ ও সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে।

৩.৩ জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নের অন্তরায়

নারী পুরুষের শ্রম বিভাজনের মূল ভেদ রেখা হল, যে সব সামাজিক কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় সেগুলো পুরুষের এখতিয়ারে; আর যে সব কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় না সেগুলো নারীর কাজ হিসাবে ধরা হয়। প্রাথমিকভাবে পুরুষের ভূমিকা হলো পরিবারে টাকা-পয়সা যোগান দেওয়া। তাদেরকে পরিবারের 'অন্নদাতা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়- তারা উপার্জন করে পরিবারের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে, নারীদের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো গৃহস্থালি কার্যাবলী সম্পাদন করা ও পরিবারের সদস্যদের পরিচর্যা করা। তাদেরকে উৎপাদক হিসেবে নয়, ভোক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থনীতির মাপকাঠিতে নারী তেমন কোন অবদান রাখে না, এই ধারণা থেকে নারীকে পুরুষের বোঝা মনে করা হয়। আর পরিবারে ও সমাজে নারীর অবস্থান হয় পুরুষের অধস্তন।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারীর গৃহস্থালি কার্যাবলীই পুরুষের উৎপাদনমূলক কাজের ভিত্তি। তবে, নারী বাড়িভিত্তিক বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজ করে থাকে, যেমন- বাড়ির পাশে সবজি বাগান, হাঁস-মুরগী পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। যদিও নারীর এসব কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা হয় না, কিন্তু পরিবারের অর্থনীতিতে এগুলো সরাসরি অবদান রাখে। এছাড়া, অর্থ উপার্জনের জন্য নারী অনেক উৎপাদনমূলক কাজ করে থাকলেও উৎপাদিত পণে অনেক ক্ষেত্রে তা অধিকার থাকে না।

পুরুষই হলো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী, এই ধারণা এতই প্রবল যে, অর্থনৈতিক কাজে নারীর সম্পৃক্ততা খুব কমই স্বীকার করা হয়। তাই গৃহস্থালি কাজ করার পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজ হিসেবে নারীকে বাইরের কাজ করতে হয়; নতুবা সমাজ তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন না করায় তাকে দোষারোপ করতে পারে। এ ধরনের বিষয়গুলো জেন্ডার রেসপনসিভ কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

নিম্নে জেন্ডার রেসপনসিভ কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু অন্তরায়ের বিষয় উল্লেখ করা হলো।

- দীর্ঘকালের সামাজিক সাংস্কৃতিত রীতি ও চর্চা
- পরিবারিকভাবে অনেক পুরুষ চায়না তাদের ঘরের নারীরা বাইরের কোন অংশগ্রহণ করুক;
- নারীর স্বাধীন চলাচল, সেবা গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নিতে না পারা;
- পারিবরিক কাজের বোঝা না কমিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত হলে তা নারীর পক্ষে করা কঠিন;
- সামাজিকভাবে কাজগুলোকে খুব ভালোভাবে উৎসাহিত করা হয়না;
- ক্ষমতা কাঠামোতে নারীরা পুরুষদের অধ:স্তন থাকে তারা পুরুষদের মতামতের বাহিরে যেতে পারেনা
- নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আগ্রহ কম;
- অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের পরিবেশ না থাকা
- নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের নেতিবাচক মনোভাব
- নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না আইনে এমন বাধ্যবাধকতা না থাকা;
- নারীদের অংশগ্রহণের জন্য উপজেলা থেকে কার্যকর নির্দেশনা মনিটরিং না করা;
- উপজেলা সদস্যদের সোনাতন মানসিকতা;
- সেবাগ্রহ

অধিবেশন- ০৪
বাঁধাসমূহ উত্তরণের সহায়ক নীতিকাঠামো

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা
- সরকারী স্থায়ী আদেশাবলীতে জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা
- নারী উন্নয়ন নীতিমালা

মোট সময় : ৯০মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা	পাঠ, প্রদর্শন ও আলোচনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা লিখিত পেস্টার, মার্কার, ফ্লিপ শীট,	৩০ মিনিট
০২	সরকারী স্থায়ী আদেশাবলীতে জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা	প্রশ্ন উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোপচনা	সরকারী স্থায়ী আদেশাবলী ও নতুন খসড়া আদেশাবলীতে জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	৪০ মিনিট
০৩	নারী উন্নয়ন নীতিমালা	প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	নারী উন্নয়ন নীতিমালা লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১৫ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান;
- অংশগ্রহণকারীগণকে টেবিলভিত্তিক ৪টি দলে ভাগ করুন;
- প্রত্যেক দলকে এসওডিসহ নীতিমালা সমূহের সংক্ষিপ্ত হ্যান্ডনোট প্রদান করে তা মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করুন এবং পড়ার জন্য ২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন;
- পাঠ শেষে হ্যান্ডনোটের বিষয়সমূহ বোঝা সম্ভব হয়েছে কিনা জানতে চান;
- মতামত জানার পর বলুন, আমরা বিষয়গুলো পড়ে কিছুটা বুঝতে পেরেছি এ পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার মূল অংশ সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানবো ;
- এরপর পোস্টার প্রদর্শন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো ব্যাখ্যা করুন;
- অংশগ্রহণকারীগণ বুঝতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত হতে প্রয়োজনে আলোচ্য বিষয়ের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করুন;

ধাপ- ২: সরকারী স্থায়ী আদেশাবলী ও নতুন খসড়া আদেশাবলীতে জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা ৪০ মিনিট

- পোস্টার প্রদর্শন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সরকারী স্থায়ী আদেশাবলী ও আদেশাবলীতে জেন্ডার বিষয়ক নির্দেশনা ব্যাখ্যা করুন;

- অংশগ্রহণকারীগণ বুঝতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত হতে প্রয়োজনে আলোচ্য বিষয়ের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করুন;

ধাপ- ৩: নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ নীতিমালা ১৫ মিনিট

- নারী উন্নয়ন নীতিমালা লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে এর মূল বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন;
- অংশগ্রহণকারীগণ বুঝতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত হতে প্রয়োজনে আলোচ্য বিষয়ের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করুন;

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই ৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন- ০৪
বাঁধা সমূহ উত্তরণের সহাযক নীতি কাঠামোসমূহ

৪.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল নীতি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদে জনগোষ্ঠির, বিশেষ করে, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির ঝুঁকিগুলো কমিয়ে সহনীয় মানবিক পর্যায়ে আনা এবং বড় আকারের দুর্যোগ মোকাবেলা করার সামর্থ্য অর্জন করা। এতে দুইটি প্রধান মূলনীতি রয়েছে-

- ঝুঁকিহ্রাস, এর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
- জরুরি অবস্থায় সাড়া দেওয়া, এর মধ্যে রয়েছে সাড়াদানের প্রস্তুতি গ্রহণ, আপদ সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার, স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা প্রদান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজের দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত। তবে, সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থা দুর্যোগ বিষয়ক দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ নিজ পরিকল্পনা তৈরি করে।

৪.১.১.প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

৪.২.২. নির্দেশনা কাঠামো

ঝুঁকিহ্রাসমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার জন্য এই নির্দেশনা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২**- বাংলাদেশ দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের আইনগত ভিত্তি। এই আইন দুর্যোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যাখ্যা করে। এছাড়াও এই আইন দুর্গত এলাকা ঘোষণা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশ গ্রহণও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন, পরিচালনা এবং অপরাধ ও দণ্ডসম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।
- **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী**- বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ব্যবস্থা রূপরেখা প্রদান করে। এই স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, পূর্ব-প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। একই সাথে, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন প্রশাসন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং সংশি-ষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের কাঠামো এবং এদের ভূমিকা ও দায়িত্বের বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও, এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার উল্লেখসহ সরকার এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে

নির্দেশনা কাঠামো

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২**
  - দুর্যোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যাখ্যা করে;
  - দুর্গত এলাকা ঘোষণা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশ গ্রহণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও পরিচালনা, এবং অপরাধ ও দণ্ড সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়;
- **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী**
  - সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব;
  - জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন প্রশাসন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের কাঠামো এবং ভূমিকা ও দায়িত্ব;
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা,এবং
  - সরকার এবং সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ের বিবরণ দেয়;
- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি**
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি;
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য; এবং
  - দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করে;
- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা**
  - ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা দেয়;
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও ধারণাগত কাঠামো বর্ণনা করে;

পরিশিষ্ট ১৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা-বিষয়ক' নির্দেশিকা

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা'র গুরুত্ব

পরিবার ও সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারী নীতি প্রভাব রাখে। নারী প্রতি পারিবারিক সহিংসতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বিদ্যমা, ফলে প্রতিফল দুর্যোগের ক্ষেত্রে অনেক বেশী হয়।

বিভিন্ন দুর্যোগে ভুক্তভুগী নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশী হলেও ভুক্তভুগী তালিক প্রনয়ন ও ত্রান বিতরনে নারীদের নেতৃত্বে দেখা যায় না।

এই নীতিমালা চলমান পরিস্থিতি পরিবর্তনে সহায়তা করবে, তবে সদস্য হিসেবে আপনার ভুমিকা গুরুত্ব অনেক।

জরুরি পরিস্থিতিতে নারী ও শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বেশি বিপদাপন্নতার মধ্যে থাকে। এরা বিভিন্নভাবে দুর্যোগের দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মানুষের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা সম্ভবপর হলেও, দুর্যোগের ফলে নারী ও শিশু মৃত্যুহার পুরুষের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে এখনো বেশি। একই সময়ে তারা প্রায়শই দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের বিভিন্ন কার্যক্রমসহ মানবিক সহায়তার জন্য পরিচালিত কর্মসূচিতেও অদৃশ্য থাকে বা অন্তর্ভুক্ত হয় না। যার ফলে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ সাড়াদানের যে কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, সেখানে তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা বা মতামতের প্রতিফলন হয় না। দুর্যোগঝুঁকি কমানো টেকসই উন্নয়নের একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এজন্য 'জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি' প্রয়োজন।

২. জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়িত্ব বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসের সকল স্তরে জেন্ডার-সমতা ও নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দুর্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও সম্প্রদায়কে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার-সমতা অন্তর্ভুক্তির মূলনীতি নিম্নরূপ:

২.১ জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বয় প্রক্রিয়া

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীল সমন্বিত পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা এককভাবে সম্ভবপর নয়, তাই নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্রণালয় বা নির্দিষ্ট সংস্থা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে তা অর্জন করা যাবে না। দুর্যোগে সকল খাতই যেহেতু কমবেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে, তাই জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনায় চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে, কৌশল গ্রহণ, সম্পদ জোগান পর্যন্ত সকল কাজে সমন্বয় থাকতে হবে, যেমন:

দুর্যোগেকালীন আশ্রয় কেন্দ্রে, পরবর্তীতে ত্রান বিতরন ও সমন্বয়ের সময়ে নারীর নেতৃত্ব ও চাহিদা সমুহ পুরনে, দুর্যোগের নেতিবাচ বিরুপ প্রভাব থেকে নারীকে মুক্ত রাখার সুযোগ তৈরী হয়েছে।

- দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ জেন্ডার ইস্যু নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন সংগঠনের সমন্বয়ে কাজ করা;
- লিঙ্গবিভাজিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একযোগে কাজ করা;
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জন্ডোর-সমতা অন্তর্ভুক্ত করতে জেন্ডার পরামর্শকদের অভিজ্ঞতা ও মতামত গ্রহণ করতে সমন্বয় প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে একটি জেন্ডার-বিষয়ক নেটওয়ার্ক গঠন করতে হবে। যাদের ভূমিকা হবে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরকে জেন্ডার-সমতা অর্জনে পরামর্শ, সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা।

চলমান পরিবারিক ও সামাজিক নারী-পুরুষের জন্য বৈষম্যমুলক নিয়ম, নীতি ও কাঠামো, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে বিভিন্ন সভায় ও পরিবার ভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে দুর্যোগকালী এই নীতির সুফল পাওয়া যাবে

২.২ জেন্ডার-সমতাভিত্তিক অংশ্রগহণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব

নারী-পুরুষ উভয়েই ভিন্ন মাত্রায় দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এদের প্রত্যেকের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা ও চাহিদা ভিন্ন হয়। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-পুরুষের সমভাবে অংশগ্রহণ করা, মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখা জরুরি। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:

- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময়ে নারী, পুরুষের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা এবং নিশ্চত করা যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে প্রাধান্য পাবে;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের সময় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী অধিকার ইস্যুতে কাজ করে, এমন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে বা স্থানীয় নারীদের নেটওয়ার্ককে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে নেতৃত্ব বিকাশমূলক প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দুর্যোগ কমিটিতে অংশগ্রনকারী নারী ও গ্রামের অগ্রগামী নেতৃত্ব রয়েছেন এমন নারীদের স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে।

২.৩ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা ও নারীর জন্য নিরাপত্ত বলয় তৈরি করা

জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর ও সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যক্তির জীবন যেন যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত থাকে, এ বিষয়ে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সুরক্ষা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও আচারণবিধি মেনে চলার একটি প্রক্রিয়ায় রাখতে হবে।

২.৪ জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণে জেন্ডার রূপান্তরমূলক উদ্যোগ গ্রহণ

নারীকে 'ক্ষতিগ্রস্ত' বা 'বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী' বা 'পিছিয়ে থাকা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে বিবেচনা করে শুধু তাদের কিছু চাহিদা পূরণ করলেই জেন্ডার-সমতা অর্জিত হবে না। জেন্ডার-সমতা অর্জন করতে চাইলে নারীর প্রতি সমাজে যে বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক কাঠামো, সংস্কৃতি ও মনোভাব বিদ্যমান, তা সমূলে উৎপাটন করতে হবে। দুর্যোগ যেহেতু সমাজের বিদ্যমান কাঠামো ও ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেহেতু সেখানে সমাজের প্রচলিত নারী-পুরুষের ভূমিকা ও ক্ষমতাকাঠামোকে পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে, যেমন: সাইক্লোন সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা অঞ্চলের শরণখোলা এলাকা যেখানে সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে নারীরা আগে কখনো গৃহের বাইরে এসে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেনি, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়বৃদ্ধির জন্য প্রথম গৃহের বাইরে এসে মাটি কাটার কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক উদ্যোগ হলো, যা নারীকে ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করবে, এমন পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ, দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে যে অর্থের বিনিময়ে কর্মসূচি নেওয়া হবে, সেখানে নারীদেরকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে সরাসরি অর্থ প্রদান করা। এতে করে ব্যাংকিং

ব্যবস্থায় নারীর প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি তার সামাজিক গতিশীলতা বা বাড়ির বাইরে চলাচল বাড়বে,যা তার ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি। উল্লেখ্য যে ঘূর্ণিঝড় আইলা-পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত নারী, যারা রাস্তা নির্মাণে মাটি কাটার বিনিময়ে অর্থ পেয়েছেন, তাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংক মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে। তবে অব্যশই লক্ষ রাকতে হবে যে, রূপান্তরমূলক যেকোনো উদ্যোগ যেন নারীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে, তাদের চাহিদা ও তাদের সক্ষমতার এবং সর্বোপরি তাদের পরিবারের ও সম্প্রদায়ের (কমিউনিটির) সচেতনতার ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে 'জেন্ডার সংবেদসশীলতা' নিশ্চিতকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন, নাগরিক সমাজ সংগঠন, কমিউনিটি-বেজড্ সংগঠন, রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, জাতিসংঘ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কাজ করে। এদের প্রত্যেকেরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যে কর্মপরিধি তার প্রতিটি ধাপেই জেন্ডার সংবেদনশীলতার অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে। নিম্নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে কীভাবে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি নিশ্চিত হবে, তার তালিকা নিম্নরুপ:

সরকারের এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নিচের বিষয় গুলি পুরনের জন্য কমিটির সভা গুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহন করে যুক্তি সহকারে সভার মতামতকে নারীর পক্ষে নিতে হবে। এখানে দেওয়া সব কাজ গুলি সব পর্যায়ের জন্য না হলে জেন্ডার বিষয়ক কাজ গুলি সব জায়গার জন্য প্রযোজ্য।

১. দুর্যোগ-পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ	
লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ দুর্যোগপূর্ব সভায় এবিষয় আলোচনা করে নিশ্চিত করতে হবে তথ্য সংগ্রহ দলে কোন নারী সদস্য আছে কিনা, না থাকলে রাখার ব্যবস্থা করা।	▪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দুর্যোগ ও ত্রাণ-বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে লিঙ্গ-বিভাজিত বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। ▪ লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত কে, কীভাবে, কী কী তথ্য সংগ্রহ করবে কার কাছে প্রদান করবে, কে অনুমোদন করবে সে লক্ষ্যে একটি নীতিমালা তৈরি করা। ▪ এ তথ্য সংগ্রহের জন্য একদল প্রশিক্ষিত গ্রুপ প্রস্তুত রাখা, যেন তারা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়েও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই গ্রুপে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে রাখা।
জেন্ডার সংবেদনশীল আপদকালীন পরিকল্পনা	▪ দুর্যোগ সাড়াপ্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রাথমিক সাড়াদানকারী দল প্রস্তুত রাখা এবং সেখানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে রাখা। তাদের অবশ্যই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জেন্ডার-বিষয়ক কী ভূমিকা হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকবে। ▪ সারা বাংলাদেশে যে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম আছে, সেখানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ যথাসম্ভব সমানুপাতিক হারে থাবকে। তাদের অবশ্যই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জেন্ডার-বিষয়ক কী ভূমিকা হবে তার প্রশিক্ষণ থাকবে। ▪ সরকারি ও বেসরকারিভাবে যে আপদকালীর মজুত থাকে, সেখানে নারী ও শিশুদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র ও মাসিকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের মজুত থাকবে।
জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	▪ কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে সময় জেন্ডার সংবেদনশীল টুলস ব্যবহার করে নারীদের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা। ▪ কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে নিশ্চত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল ঝুঁকিহ্রাস	▪ নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ সমানুপাতিক হারে নিশ্চত করা।

কর্মপরিকল্পনা ও কমিউনিটির আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা	▪ কর্মপরিকল্পনায় নারী কর্তৃক চিহ্নিত প্রয়োজন ও মতামত যেন অন্তর্ভুক্ত হয়, তা নিশ্চিত করা। ▪ স্থানীয় নারীপ্রধান সয়গঠনগুলো ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
কমিউনিটিতে জেন্ডার সংবেদনশীল সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি	▪ দুর্যোগে নারী কী ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় ও কীভাবে তা মোকাবিলা করে এবং নারী কীভাবে তার সমক্ষতার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখে, সে বিষয়ে কমিউনিটিতে সচেতনতা তৈরি করে। ▪ কমিউনিটির জেন্ডার-সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত নারী সদস্যসহ অন্যান্য নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ সতর্ক বার্তা ও তা নারীদের কাছে পৌঁছানো	▪ দুর্যোগ সতর্ক সংকেত যেন নারীদের কাছে পৌঁছায় তা খেয়াল রাখা। ▪ সতর্ক সংকেত প্রদান গ্রুপে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ- পরবর্তী চাহিদা নিরুপণ টুলস তৈরি	▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের টুলসসমূহে জেন্ডার ইস্যু-বিষয়ক প্রশ্ন রাখা। ▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের টুলস তৈরির সময় জেন্ডার-সমতাবিষয়ক পরামর্শকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ▪ দুর্যোগ চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রশিক্ষিত দলে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ অবশ্যই সমানুপাতিক হারে নিশ্চিত করা।

২. দুর্যোগ-পরবর্তী চাহিদা নিরূপণ

- দুর্যোগ-পরবর্তী ৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির নিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা।
- জেন্ডার বিশ্লেষণ অন্তভূক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা। সেক্ষেত্রে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে, দুর্যোগপূর্ব জেন্ডার-বিষয়ক কী কী তথ্য ইতোমধ্যে প্রস্তুত আছে, তার উপর ভিত্তি করেই দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী তথ্য সংগ্রহ করা এবং দুর্যোগে কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তা নিশ্চিত করা।
- আলাদাভাবে জেন্ডার চাহিদা নিরূপণ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তা দুর্যোগ শুরুর অন্তত ১ মাসের মধ্যে করাই উপযুক্ত। সম্ভব না হলে ২ মাসের মধ্যে াবশ্যই করতে হবে। 'জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন গ্রুপকে' সক্রিয় থাকেতে হবে।
- চাহিদা নিরূপণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নারী-পুরুষের প্রয়োজন ও চাহিদা উপযোগী কর্মসূচী লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন করা। দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তা প্যাকেজে নারীর চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. দুর্যোগ-পরবর্তী মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিকল্পনা, কৌশল নির্ধারণ ও সম্পদ সংগ্রহ

- জরুরি মানবিক সহায়তা-বিষয়ক বিভিন্ন সেক্টরের (খাদ্যনিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পানি ও পয়োনিস্কাশন ইত্যাদি) কার্যক্রম ও তার কৌশল নির্ধারণে জেন্ডার ইস্যুগুলো অন্তভূক্ত করা; বিশেষ করে নারীর চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা-কার্যক্রম প্রণয়ন, সহায়তা-কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের সমানুপাতিক হারে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিম্চিত করা।
- জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জন্য যে প্রস্তাবনা বা কর্মপরিকল্পনা থাকবে, তার লগ-ফ্রেম ও সূচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেন্ডার ইস্যু অন্তভূক্ত করা। নিশ্চিত করতে হবে যে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম নারী পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে এবং তার উল্লেখ লগ ফ্রেমের উদ্দেশ্যে ও সূচকে উল্লেখ থাকবে।
- জরুরি মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় ও বাস্তবায়নে যে মানবসম্পদ নিযুক্ত হবে, সেখানে নারী ও পুরুষের সমানুপাতিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জরুরি সহায়তা কর্মসূচির কর্মকর্তা ও কর্মীর জন্য যে আচারণবিধি থাকবে, সেখানে নারী-পুরুষের প্রতি সমান মর্যাদা জ্ঞাপনসহ যেকোন ধরনের যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানি থেকে বিরত থাকার বিষয়টি অন্তভূক্ত করা।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে নিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রকিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়টি অন্তভূক্ত করা। এ বিষয়ে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিও কার্যক্রমে অন্তভূক্ত করা। নিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিকারের জন্য পরামর্শ (Referral) ব্যবস্থা কী হবে তা কর্যক্রমে অন্তভূক্ত করা।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমে জেন্ডার বাজেটিং নিশ্চিত করা, অর্থাৎ কর্মসূচির কতখানি নারীর সমমর্যাদা ও নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণে ব্যয় হবে, তার উল্লেখ রাখা।

- প্রয়োজনে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য আলাদা সম্পদ সংগ্রহ করা। এ বিষয়ে সরকারকে আন্তর্জাতিক সংগঠনসহ, জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে হবে।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ নারী প্রধান সংস্থা/সংগঠনের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে এদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

- মানবিক সহায়তা প্রদানে ও বন্টনের ক্ষেত্রে নারীর নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা করা, যেমন: মানবিক সহায়তা বন্টনের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য অলাদা সারি রাখা, নারীদের মতামতের ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা বন্টনের উপযুক্ত সময় নির্বাচন ইত্যাদি।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা কতখানি বিবেচিত হচ্ছে তা পরিমাপ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কিছু মানদন্ড তৈরী এবং তার আলোকে মানবিক সহায়তা-কার্যক্রমের জেন্ডার নিরীক্ষা (অডিট) করা।
- দুর্যোগ-আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কাছে বিষেশ করে নারীদের কাছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে, মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে তারা কতখানি সন্তুষ্ট বা তাদের কোনো ফিডব্যাক আছে কি না, তা জানা যেতে পারে। বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও মানবিক সহায়তা কর্মী দ্বারা যেকোনো যৌন নির্যাতন বা যৌন হয়রানির বিষয়ে গোপনীয়তার সঙ্গে তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে একটি ধারাবাহিক মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৫. মূল্যায়ন ও শিক্ষণ

- জেন্ডার সংবেদনশীল 'ভালো ইদাহরণ' ও 'কেস স্টাডি' নির্বাচন ও প্রচার করা। এ কাজটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কার্যকর অংশগ্রহণ ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহযোগিতা নেওয়া।
- মানবিক সহায়তা-কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় কী ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে কী প্রশিক্ষণ হয়েছে, তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদনে অন্তভূক্ত করা। বিশেষ করে, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের জন্য যে জাতীয় প্রতিবেদন তৈরি হবে, সেখানে বিষয়টি আলাদাভাবে অন্তভূক্ত করা।
- দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নতুন কোনো জেন্ডার-বিষয়ক ইস্যু আবির্ভূত হলো কি না, সে সম্পর্কেও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তথ্য আহরণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা।

অধিবেশন- ০৫

জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের প্রতিবন্ধকতা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সের বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ করতে সক্ষম হবেন।

মোট সময়: ৯০মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০৫	দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা রেজিলিয়েন্সের বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ	বড় দলে আলোচনা জোড়া দলে আলোচনা ও প্রদর্শন	ভিপ কার্ড, মার্কার, ভিপ বোর্ড, পুশপিন বাস্তবায়নের সুযোগ ও অন্তরায় লিখিত পোস্টার।	৫৫ মিনিট
০৬	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: কমিটির কার্যাবলী, ডেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ৫৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন, আমরা এতক্ষণ জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও রেজিলিয়েন্স সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে ইতোপূর্বে কিছু পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাঁধা এবং এই বাঁধাসমূহ উত্তরণের সহায়ক নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেছি। সরকারীভাবে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। এ পর্যায়ে আমরা আমাদের নির্ধারিত কার্যক্রমগুলো জেন্ডার রেসপন্সিভ করতে দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী কী কী বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করবো;
- এরপর অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করুন (টেবিলভিত্তিক);
- একটি দলকে দুর্যোগ পূর্ব, দ্বিতীয় দলকে চলাকালীন এবং তৃতীয় দলকে দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের বাঁধা/প্রতিবন্ধকতাচিহ্নিত করতে বলুন;
  প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে অংশগ্রহণকারীগণকে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী লিখতে বলুন এবং কাজটির জন্য ২০ মিনিট সময় দিন;

ক্রমিক নং	উপজেলা কমিটির বর্তমান কার্যক্রম	জেন্ডার রেসপন্সিভ বাস্তবায়নে বাঁধা/প্রতিবন্ধকতা

- দলীয় কাজ শেষে ধারাবহিকভাবে দলীয় কাজ প্রতিটি দলের পক্ষে একজনকে উপস্থাপন করতে বলুন;
- প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে অপর দলগুলোকে মতামত প্রকাশের সুযোগ ও প্রয়োজনে আলেচনা সাপেক্ষে সংযোজন বিয়োজন করুন:
- আলোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেসপনসিভ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরুন।

ধাপ- ৫: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই ৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন ৫
জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরনের প্রতিবন্ধকতা

৫.১. কমিটির কার্যাবলী, জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের প্রতিবন্ধকতা

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী

দুর্যোগ পূর্ব কার্যক্রমসমূহ	দুর্যোগ চলাকালীন কর্যক্রমসমূহ	দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ
• দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটি গঠন, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সতর্কীকরণ, সাড়াদান পরিকল্পনাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা বাড়ানো। • পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা। • পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাসমূহ সংকলনের মাধ্যমে সমন্বিত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা। • উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস একীভূত করা। • পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা। • কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির	**সতর্কীকরণ পর্যায়ে** • সতর্ক বার্তা প্রচার ও বিপদাপন্ন লোকজন স্থানান্তরের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে জড়িত করা। • জীবন রক্ষার প্রস্তুতি (আশ্রয়কেন্দ্র, পানি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ) পর্যালোচনা করা। • জীবন রক্ষার প্রস্তুতিতে কোন ঘাটতি থাকলে তা জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা। **সাড়াদান পর্যায়ে** দুর্যোগ চলাকালে • সকল সাড়াদান কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ইওসি) পরিচালনা করা। • উদ্ধার কাজ সংগঠিত করা, তথ্য বিতরণ করা ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা। • সকল ত্রাণ কাজের সমন্বয় করা ও তার মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের ফলাফলসমূহ সংকলন করা। • স্থানীয় ও বহিরাগত ত্রাণকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। • নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	**দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে** • দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা ও ক্ষতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে তথ্য ও প্রতিবেদন পাঠানো। • ভবিষ্যত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা করা। • স্থানান্তরিত মানুষদের পূর্বের জায়গায় ফেরা, আহতদের জন্য চিকিৎসা সেবা ও মানসিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা। • সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিদের নিয়ে শিখন কর্মশালার আয়োজন করা। • নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। • তাৎক্ষণিক ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং নির্ধারিত ফরমে প্রতিবেদন তৈরি করা ও তা জেলা কমিটির কাছে পাঠানো। • উদ্বাস্তু পরিবার যেন নিজের ভিটায় ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করা। • আহতদের জন্য চিকিৎসাসেবা ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তির জন্য কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা।

কাছে তা দাখিল করা।		

জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের প্রতিবন্ধকতা

দুর্যোগ পূর্ব

কার্যাবলী	বাস্তবায়নের অন্তরায়
দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটি গঠন, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সতর্কীকরণ, সাড়াদান পরিকল্পনাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা বাড়ানো	• কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানে উৎসাহিত করা হয়না এ কারণে নারীরাও অংশগ্রহণ করতে চায়না • ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সতর্কীকরণ, সাড়াদান পরিকল্পনাসহ নারীর অংশগ্রহণের উপযোগি পরিবেশ তৈরি না করা • নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না আইনে এমন বাধ্যবাধকতা না থাকা
পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা।	• নারীদের অংশগ্রহণের জন্য উপজেলা থেকে কার্যকর নির্দেশনা মনিটরিং না করা • উপজেলা সদস্যদের সোনাতন মানসিকতা
পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাসমূহ সংকলনের মাধ্যমে সমন্বিত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।	• যাচাই বাছাই না করা • কমীর অভাব
উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস একীভূত করা।	• নারীরচাহিদা, কার্যক্রম,অংশগ্রহণ বিশেষ বিবেচনা না আনা
পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।	• পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম নিয়মিত করা হয়না • জেন্ডার রেসপন্সিভ পরিবীক্ষণ করার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশানা ও কর্মীর অভাব না থাকা।
কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে তা দাখিল করা।	• অগ্রগতি প্রতিবেদনের জেন্ডার ইস্যুগুলো বিশেষভাবে বিবেচনায় না আনা

দুর্যোগ চলাকালীন

কার্যাবলী	বাস্তবায়নের অন্তরায়
সতর্কীকরণ পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচার ও বিপদাপন্ন লোকজন স্থানান্তরের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে জড়িত করা।	• নারীর চাহিদা, সমস্যা, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলো নারীকে অবহিত না করা
জীবন রক্ষার প্রস্তুতি (আশ্রয়কেন্দ্র, পানি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ) পর্যালোচনা করা।	• নারী, শিশু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিদেও সমস্যা, চাহিদা বিশেসভাবে বিবেচনা না করা
জীবন রক্ষার প্রস্তুতিতে কোন ঘাটতি থাকলে তা জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা।	• জেন্ডার বিবেচনায় নারীর জন্য বিশেষ প্রস্তুতি না না নেয়া ও নেয়া হলেও নারীদেও অবহিত না করা
সাড়াদান পর্যায়ে	• নারী বান্ধব নয়, কেন্দ্র সমূহে নারীদের বিষয়াবলী বিবেচনার জন্য

কার্যাবলী	বাস্তবায়নের অন্তরায়
সকল সাড়াদান কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ইওসি) পরিচালনা করা।	উপযোগি ব্যবস্থা নেই
উদ্ধার কাজ সংগঠিত করা, তথ্য বিতরণ করা ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা।	• নারী বান্ধব নয়
সকল ত্রাণ কাজের সমন্বয় করা ও তার মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের ফলাফলসমূহ সংকলন করা।	• জেন্ডার সাপোটিভ নয়
স্থানীয় ও বহিরাগত ত্রাণকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	• নারী ত্রাণ কর্মী নিয়োগ না করা
নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	• নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ নারীকে অবহিত না করা

দুর্যোগ পরবর্তী

কার্যাবলী	বাস্তবায়নের অন্তরায়
দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা ও ক্ষতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে তথ্য ও প্রতিবেদন পাঠানো।	• নারীদের অংশগ্রহণ কম • নারীর ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদার সঠিক তথ্য প্রদান না করা
ভবিষ্যত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা করা।	• লোকবল স্বল্পতা, স্থানীয় নারী সেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত না করা • নারীদের সমস্যা বিবেচনায় না আনা • নারী বান্ধব পদ্ধতি নাই
স্থানান্তরিত মানুষদের পূর্বের জায়গায় ফেরা, আহতদের জন্য চিকিৎসা সেবা ও মানসিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা।	• গতানুগতিক ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থা • মনো সামাজিক কার্যক্রম না থাকা
সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিদের নিয়ে শিখন কর্মশালার আয়োজন করা।	• প্রশিক্ষিত লোকবলের ঘাটতি
নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।	• বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ না করা • অর্থের অভাব • নারীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা না করা
তাৎক্ষণিক ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং নির্ধারিত ফরমে প্রতিবেদন তৈরি করা ও তা জেলা কমিটির কাছে পাঠানো।	• তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নারী বান্ধব নয়
আহতদের জন্য চিকিৎসাসেবা ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তির জন্য কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা।	• কাউন্টিসলিং এর ব্যবস্থা না থাকা • কর্মীদের এ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব

অধিবেশন-৬

জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে পারবে;

৬.১. দুর্যোগ পূর্ব, চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটির ভূমিকা

মোট সময়: ১ ঘন্টা

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়নে দুর্যোগ পূর্ব চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কমিটির ভূমিকা	দলীয় কাজ	পোস্টার পেপার, মার্কার	৩৫ মিনিট
০২	দলীয় কাজ উপস্থাপন	প্রদর্শন ও আলোচনা	দলীয় কাজের পোস্টার, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	২০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া-

ধাপ- ১: বাস্তবায়নে দুর্যোগ পূর্ব চলাকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী কমিটির ভূমিকা **৩৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানিয়ে ও অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন;
- এরপর বলুন, পূর্বের অধিবেশনে আমরা জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিবন্ধকতাগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছি এক্ষেত্রে কমিটির সদস্য হিসাবে আমাদের বেশ কিছু করণীয় রয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা দেখবো,জেন্ডার রেসপনসিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বস্তবায়নে কমিটির সদস্য হিসাবে আমরা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি;
- করণীয় ও পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্বের চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনা করে উপজেলা কমিটির বর্তমান কার্যক্রমকে জেন্ডার রেসপন্সিভ করতে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে;
- অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করুন এবং দলীয় কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন, যেমন- ১ম দল দুর্যোগ পূর্ব, ২য় দল দর্যোগ চলাকালীন এবং ৩য় দল দুর্যোগ পরবর্তী ভূমিকা দলীয়ভাবে আলোচনা দলীয় কাজের নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী পোস্টার পেপারে লিখতে নির্দেশনা দিন;
- দলীয় কাজের সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিন।

কার্যাবলী	বাস্তবায়নে পদক্ষেপ/ করনীয়

ধাপ- ২: দলীয় কাজ উপস্থাপন **২০ মিনিট**

- দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে একে একে দলীয় সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে বলুন;
- উপস্থাপন শেষে অন্যান্যদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিন এক্ষেত্রে কেউ কোন পয়েন্ট সংযোজন বিয়োজন করতে চাইলে তা সকলের মতামত ও যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করুন।
- কোন বিষয় বাদ পড়লে তা আলোচনা করে যুক্ত করুন এবং দলীয় কাজের সারাংশ টানুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই **৫ মিনিট**

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধিবেশন শেষ করুন

অধিবেশন -৬
জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিরিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারী স্থায়ী আদেশাবলীতে সরকারী বেসরকারী প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে বলা রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডার ইস্যুটিকে বিশেষভাবে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। উপজেলা কমিটির সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ পদে ওনানা ধরনের কাজেজনসাধারণের সাথে যুক্ত রয়েছে। জনগণের কাছে এদের গ্রহণযোগ্য অনেক কাজেই ইউজেডডিএমসি জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিরিয়েন্স দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। পদক্ষেপ বা করণীয় নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভর করে স্থানীয় সমস্যা ও পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ হয়তো তাদের নিজ নিজ এলাকার সমস্যা/ প্রতিবন্ধকতা এবং বাস্তবতার আলোকেই সমাধান খুঁজবেন। নিম্নে কিছু পদক্ষেপের কথ বলা হলো এগুলো শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীদের ধারণা যোগানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে মাত্র।

৬.১. দুর্যোগপূর্ব পদক্ষেপ

কার্যাবলী	বাস্তবায়নে পদক্ষেপ/ করনীয়
দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটি গঠন, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সতর্কীকরণ, সাড়াদান পরিকল্পনাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা বাড়ানো	▪ ইউজেডডিএমসি'র সভা গুলিতে নারীর অংশগ্রহণের বাধা সমূহ চিহ্নিতকরন ও দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রভাবিত করা; ▪ ইউডিএমসি'র সভায় নারীর আসন ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি এবং কথা বলতে পারছে কিনা, নারী কেন্দ্রীক এজেন্ডাসমূহ উপস্থাপন করতে পারছে কিনা, উপস্থাপিত এজেন্ডা সমূহ গুরুত্বের সাথে আলোচনা হচ্ছে কিনা বিষয় গুলি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা।	▪ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কমিটিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা ▪ নারীর অংশগ্রহণে নারীর ঝুঁকি, সমস্যা, চাহিদা, ঝুঁকিহ্রাস কৌশল বিশেষভাবে পরিকল্পনায় অন্তর্ভক্ত ও আলোচনা করা
পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাসমূহ সংকলনের মাধ্যমে সমন্বিত উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।	▪ পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাসমূহ জেন্ডার রেসপন্সিভ কিনা তা যাচাই করা এবং প্রয়োজনে পূণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস একীভূত করা।	▪ ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিকভাবে ঝুঁকি হ্রাসের প্রস্তুতিতে নারীর চাহিদা, মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া; ▪ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনায় তা অন্তর্ভক্ত করা;
পৌরসভা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।	▪ জেন্ডার ইস্যু সমূহ পরিবীক্ষণ চেকলিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরিবীক্ষণ কাজে ইস্যু গুলোকে প্রাধান্য দেয়া
কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে তা দাখিল করা।	▪ অগ্রগতি প্রতিবেদনে জেন্ডার ইস্যুগুলো বিশেষভাবে তুলে ধরা ▪ সুপারিশ করা

দুর্যোগ চলাকালীন পদক্ষেপ

কার্যাবলী	বাস্তবায়নে পদক্ষেপ/ করনীয়
সতর্কীকরণ পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচার ও বিপদাপন্ন লোকজন স্থানান্তরের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে জড়িত করা।	▪ নারী বান্ধব সতর্ক বার্তা প্রচার করা ▪ সতর্ক বার্তা প্রচারের কৌশল অবলম্বন , নারীদের যুক্ত করা
জীবন রক্ষার প্রস্তুতি (আশ্রয়কেন্দ্র, পানি, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ) পর্যালোচনা করা।	▪ প্রস্তুতি পর্যালোচনায় নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধি, গর্ভবতীদের সুরক্ষার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া ▪ বিষয়টি নিশ্চিত করতে নারী পুরুষ সমন্বয়ে পৃথক টীম গঠন করা
সাড়াদান পর্যায়ে সকল সাড়াদান কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ইওসি) পরিচালনা করা।	▪ নারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা
উদ্ধার কাজ সংগঠিত করা, তথ্য বিতরণ করা ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা।	▪ নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধি, গর্ভবতীদের সুরক্ষার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া
সকল ত্রাণ কাজের সমন্বয় করা ও তার মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের ফলাফলসমূহ সংকলন করা।	▪ সমন্বয় ও মূল্যায়ণ কাজে নারীর অংশগ্রহণ জেন্ডার ইস্যুকে বিশেষভাবে মূল্যায়ণ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া
স্থানীয় ও বহিরাগত ত্রাণকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	▪ নারী ত্রাণ কর্মীর নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাদান্ত দেয়া
নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	▪ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পৃথকভাবে টীম গঠন করা

দুর্যোগ পরবর্তী পদক্ষেপ

কার্যাবলী	বাস্তবায়নে পদক্ষেপ/ করনীয়
দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা ও ক্ষতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে তথ্য ও প্রতিবেদন পাঠানো।	▪ নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি অগ্রাধার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ ▪ তথ্য সংগহে নারীদের নিযুক্ত করা
ভবিষ্যত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা করা।	▪ এসও ডি নির্দেশনা অনুযায়ী নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিদের চহিদা বিশেষভাবে অন্তর্ভক্ত করা এবং বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেয়া ▪ তথ্য সংগ্রহের কাজে দক্ষ নারী সদস্যদের অন্তর্ভক্ত করা ▪ তালিকা তৈরিতে গুতনুগতিক ধারা পরিহার করা
স্থানান্তরিত মানুষদের পূর্বের জায়গায় ফেরা, আহতদের জন্য চিকিৎসা সেবা ও মানসিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা।	▪ নারী সদস্যদের নেতৃত্বে নারী, প্রতিবন্ধী, শিশু,গর্ভবতী, স্তন্যদানকারী মা ও বয়স্কদের সর্বাগ্রে বিবেচনা করা ▪ নারী বান্ধব স্থানে সেবা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা
নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।	▪ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পৃথকভাবে টীম গঠন কওে সুরক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করা ▪ নারীর অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ করা
তাৎক্ষণিক ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং নির্ধারিত ফরমে প্রতিবেদন তৈরি করা ও তা জেলা কমিটির কাছে পাঠানো।	▪ নারী, শিশু,বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিদের চাহিদা বিবেচনা করে অগ্রধিকার প্রদান করা ▪ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ▪ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পরিবারে নারী পুরুষ সকলে মিলে কাজ করা;

উদ্বাস্তু পরিবার যেন নিজের ভিটায় ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করা।	▪ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিদের অগ্যাধিকার দেয়া
আহতদের জন্য চিকিৎসাসেবা ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তির জন্য কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা।	▪ নারী সেবা কর্মী নিয়োগ করা ▪ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নারীদের প্রাধান্য দেয়া

অধিবেশন -০৭
জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- ব্যাক্তিগত ও কমিটির জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি : আলোচনা, প্রদর্শন, ছক পূরণ প্রদর্শন ও উপস্থাপন

উপকরণ : ব্যাক্তিগত ও কমিটির পরিকল্পনা ছকের পোষ্টার, মার্কও পোস্টার পেপার/ পরিকল্পনা ছক

সময় : ৩০ মিনিট

আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
কর্ম পরিকল্পনার ছক উপস্থাপন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন	প্রদর্শন, আলোচনা ও ছক পূরণ	কর্ম পরিকল্পনা ছক, ফ্লিপসীট ও মার্কার	২০ মিনিট
কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন	উপস্থাপন ও আলোচনা,	কর্ম পরিকল্পনা	১০ মিনিট

ধাপ- ০১ : কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন **সময় : ২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- কর্ম পরিকল্পনার ছক উপস্থাপন করে কিভাবে তা পূরণ করবে তা বুঝিয়ে দিন;
- প্রয়োজনে ২/১টি কাজের উদাহরণ দিয়ে তা কিভাবে পরিকল্পনঅ ছকে অন্তরর্ভুক্ত করবে তা বলে দিন;
- পরিকল্পনা ছকটি প্রদান করে তা পূরণ করতে সময় নির্ধারণ করে দিন;

ধাপ-০২ : কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন **সময় : ১০ মিনিট**

- নির্ধারিত সময় শেষে পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন;
- মতামত ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ এবং নিজেও মতামত দিন;
- উপস্থাপন আলোপচনা শেষে পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত করুন।

অধিবেশন- ০৭

জেন্ডার রেসপনসিভ রেজিলিয়েন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক নং	কাজ	সংখ্যা	কিভাবে করবো	দায়িত্ব

কোর্স পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমাপনী

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ পর্যালোচনা সুনির্দিষ্ট করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘটাবেন

মোট সময় : ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ পর্যালোচনা	লটারি ও আলোচনা	আলোচ্য বিষয় লিখিত কাগজের টুকরা	৩০ মিনিট
০২	প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন	মূল্যায়নপত্র পূরণ	অঙ্গীকার ও মূল্যায়নপত্র	১০ মিনিট
০৩	**প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি**			০৫ মিনিট

পরিচালনা প্রক্রিয়া-

ধাপ- ০১ : প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ পর্যালোচনা **৩০ মিনিট**

- অধিবেশনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানান;
- পূর্বে তৈরিকৃত আলোচ্য বিষয় লিখিত চিরকুট বা কাগজের টুকরা একটি বাক্সে রাখুন (যা প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়েছে তার ভেতর থেকে);
- বাক্সটি ভালভাবে ঝাঁকিয়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে উঠে এসে একটি কাগজের টুকরো তুলতে বলুন;
- এরপর টুকরো কাগজে প্রাপ্ত বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা থেকে কী শিখেছে তা বলতে বলুন
- এক পাশ থেকে শুরু করুন বা যে আগে বলতে চায় তার দিক থেকে শুরু করুন;
- সবাই যাতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে মূল শিখনটি বলতে পারেন সে ব্যাপারে সহায়তা করুন;
- কোন অংশগ্রহণকারী সঠিকভাবে বলতে না পারলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে যদি কেউ বলতে চায় তাকে বলতে দিন অথবা নিজে ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ০২ : প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী **৩০ মিনিট**

- অশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাই এর জন্য প্রশ্নপত্র প্রদান এবং কাজটির জন্য সময় প্রদান করুন;
- নির্ধারিত সময় শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ করুন;
- অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়নপত্র প্রদান করে তা পূরণের নিয়ম বলে দিন। নির্ধারিত সময় শেষে পূরণকৃত মূল্যায়পত্র সংগ্রহ করুন;
- এ পর্বে কোন অতিথি থাকলে তাকে সমাপনী বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোর্স সমাপ্ত করুন।

প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাই

প্রশ্নপত্র

পূর্নমাণ-১০০

১. জেন্ডার বলতে কী বোঝায়?

২. জেন্ডার সংবেদনশীলতা কী?

৩. সমাজে নারীর বর্তমান অবস্থান ব্যাখ্যা করুন?

৪. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে শেখায় ব্যাখ্যা করুন?

৫. জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

৬. রেজিলিয়েন্স এর ধারণা দিন।

৭. এসওডিতে জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে যে ধরনের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে তার ৩টি উদ্যোগের কথা লিখুন?

৮. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩টি দায়িত্ব বলুন?

৯. জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ২টি প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করুন?

১০. জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটির ২টি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করুন?

সহায়ক তথ্য

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফরম

ক্রম	বিষয়	প্রযোজ্য স্থানে টিক চিহ্ন দিন			মন্তব্য
		☺ ভালো	😐 মোটামুটি	☹ ভালো না	
১.	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয় কেমন লেগেছে				
২.	প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ কেমন লেগেছে				
৩.	যে পদ্ধতি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে তা কেমন লেগেছে				
৪	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ কেমন ছিল				
৫	সহায়কদের উপস্থাপনা কেমন লেগেছে				
৬.	প্রশিক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মান কেমন ছিল				

কোর্স সম্পর্কে অতিরিক্ত মন্তব্য/সুপারিশ থাকলে লিখুন: